Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাওবা ও ইস্তিগফার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নূরাইয়া জান্নাত চম্পা

রোলঃ 216021080

২৮ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাওবা ও ইস্তিগফার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নূরাইয়া জান্নাত চম্পা

রোলঃ 216021080

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "তাওবা ও ইস্তিগফার" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নূরাইয়া জান্নাত চম্পা, আইডিঃ 216021080 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "তাওবা ও ইস্তিগফার" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওঃ আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নূরাইয়া জান্নাত চম্পা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ মে, ২০২৪ ইং

নূরাইয়া জান্নাত চম্পা

আইডিঃ 216021080

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

“পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে”

তাওবা ও ইস্তিগফার

সমগ্র সৃষ্টির পেছনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত বিদ্যমান। আমাদের দেহে রুহ যেমন সক্রিয় প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে তেমনি সক্রিয় রয়েছে মহান আল্লাহ।

আরশ থেকে শুরু করে জমিনের প্রতিটি সৃষ্টি ও মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে চলেছে। অথচ মানুষ মহান আল্লাহর প্রশংসার ক্ষেত্রে উদাসীন।

আমরা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, আমাদের আল্লাহর আদেশ মেনে চলার হুকুম দেওয়া হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমারেখা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন,

فتوكل على الله

“তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো।”

فتوكل على الحي الذي لا يموت

“সেই সত্তার উপর নির্ভর করো ভরসা কর যিনি চিরঞ্জীব।যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।”

وسبح بحمده وتوكل على العزيز الرحيم

“আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর তার তাসবিহ পাঠ কর। মহান এবং পরাক্রমশালী আল্লাহর উপরে ভরসা কর।”

দেহের যেমন অসুস্থতা আছে,রোগ ব্যাধি আছে, তেমনি আত্মারও রয়েছে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি, রুহেরও রয়েছে বহু বিমারি। কিন্তু, এখানে মানুষ ভুল করে, দেহের রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে তো সে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্ত হওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করে,কিন্তু আত্মার ব্যাধি ও রুহের বিমারী সম্পর্কে থাকে গাফেল,উদাসীন, বরং সে তো জানেই না যে দেহের যেমন রোগ ব্যাধি আছে, এমনি রুহ ও আত্মারও রয়েছে বিভিন্ন ব্যাধি।

দেহের আরোগ্যের জন্য যেমন রয়েছে চিকিৎসা ও চিকিৎসক তেমনি রূহ ও আত্মার রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের জন্যও রয়েছে রুহানি চিকিৎসা এবং রুহানি চিকিৎসক। রুহ ও আত্মাকে ব্যাধি মুক্ত করার এবং সুস্থ সবল রাখার যে আত্মিক চিকিৎসা কুরআনের ভাষায় সেটাকেই বলে তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি। আর এই তাজকিয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম বা উপায় হলো 'তাওবা ও ইস্তিগফার'।

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের এক বিশেষ গুণ।মানুষকে আল্লাহ তাঁর ইবাদত বন্দেগী ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে বসে, আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল বা গুনাহ করে থাকে, তাই আল্লাহ তা'আলা তার সে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তি দানের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। এই তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিনকে দান করে নিষ্পাপ ও নিস্কলুষ জীবন। তাকওয়া পূর্ণ ও গুনাহ মুক্ত জীবন লাভ করতে যা একান্ত জরুরী।আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের গুণ বর্ণনা দিয়ে বলেন,

والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون

"এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে -আর আল্লাহ ছাড়া কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে। আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না।" -[সূরা আল ইমরান (৩):১৩৫]

নবীগনের তাওবা ও ইস্তিগফার:

নবী-রাসুলগণ নিজেরা যেমন আপন রবের কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন, উম্মতকেও তাওবা ও ইস্তিগফার করতে আদেশ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও নবী রাসূলগণের তাওবা ও ইস্তিগফার ও উম্মতের তওবা ইস্তিগফারের পার্থক্য অনেক। কারণ নবী রাসূলগণ নিষ্পাপ। তাদেরকে আল্লাহ গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু তাদের উম্মত মাসুম ও নিষ্পাপ নয়। তাই নবীগণের তওবা ও ইস্তিগফার হয়ে থাকে কেবলমাত্র নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আর উম্মতের তাওবা ও ইস্তিগফার তো কখনো নিজেদের গুনাহের ক্ষমার জন্য, আবার কখনো নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হয়ে থাকে। এখানে পবিত্র থেকে কয়েকজন নবীদের তাওবা ও ইস্তিগফারের বর্ণনা দেওয়া হলো -

- **হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার :**

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

“হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।” -[সূরা আরাফ (৭):২১]

- **হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার :**

ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي يا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ط ولا تزد الظالمين إلا تبارا

“হে আমার রব! আপনি আমাকে আমার পিতা মাতাকে এবং আমার ঘরে যারা ঈমানের সঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং মুমিন নর-নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি জালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।” -[সূরা নূহ(৭১):২২]

- **হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার :**

ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم

“হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতি জুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।”

-[সূরা ক্বাসাস(২৮):২৪]

- **হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লামের তওবা ও ইস্তিগফার :**

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

“তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তুমি অতি পবিত্র, আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত।”

- [সূরা আম্বিয়া:৮৭]

- **হযরত আইয়ুব আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া :**

اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين

“দুরারোগ্য ব্যাধি আমাকে স্পর্শ করেছে, আর আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।” -[সূরা আম্বিয়া :৮৩]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যে তওবা ও ইস্তিগফার:

عن الأغر بن يسار المزاني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ايها الناس توبوا الى الله ،فاني في اليوم إليه مائة مره

হযরত আগাম ইবনে ইয়াসের আল মুজানি রাজিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো। কেননা আমি দিনে একশতবার তাওবা করি। -[সহীহ মুসলিম, হাদিস :২৭০২]

- **নবীগণ তাদের উম্মাতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দিয়েছেন :**

হযরত সালেহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষাদান :

وإلى ثمود أخاهم صلحا م قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ط هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ط ان ربي قريب مجيب

“আর সামুদের প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছি ; সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে বসবাস করিয়েছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার রব অতি নিকটে ও দোয়া কবুলকারী।” -[সূরা হুদ (১১):৬১]

- **তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়া লাভে সাহায্য করে :**

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

“আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।” -[সূরা বাকারা(২):১৯৯]

তিনি আরো বলেন,

واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود

“তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার কাছে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার রব অতি দয়ালু ও অধিক মমতাময়।”-[সূরা হুদ(১১):৯০]

তাওবা ও ইস্তিগফারকারীদের প্রতি আল্লাহ শাস্তি প্রেরণ করেন না :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون

"আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কিছুতেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করা অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।" -[সূরা আনফাল(৮):৩৩]

এমনকি তাওবা ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জাতির ওপর শাস্তি আসার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও সে শাস্তিকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কওমের ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যা আল্লাহ কুরআন মাজীদে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন,

فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنهم إلى حين

"কেন কোন জনপদ (বাসীরা) ঈমান আনয়নকারী হলো না? তাহলে তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো।তবে ইউনূসের সম্প্রদায় ব্যতিক্রম। তারা যখন ঈমান আনলো তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের উপর থেকে লাঞ্ছনার আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে একটা সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম।" -[সূরা ইউনুস(১০):৯৮]

হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন ও তাদেরকে বহুভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের ডুবে থাকলো। তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি আসার প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে দিলেন। হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের উপর তো শাস্তি আসা অবধারিত, তাই তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে যাবার জন্য রওনা হলেন। তারা হযরত ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন খুঁজে পেল না তখন তারা বুঝতে পারল যে, এখন তো আমাদের উপর শাস্তি এসেই যাবে। তাই তারা তাওবা ও ইস্তিগফার করতে লাগলো। তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তাআলা আর শাস্তি প্রেরণ করলেন না। এভাবে তারা তাওবা ও ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহর শাস্তি হতে বেঁচে গেল।

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের পার্থিব নেয়ামত, সমৃদ্ধি লাভে সাহায্যকারী :

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا

আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি তোমাদের বিভিন্ন উদ্যান ও নদ-নদী সৃষ্টি করে দেবেন।

-[সূরা নূহ(৭১):১০-১২]

আল্লাহ আরো বলেন,

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমার রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। অতঃপর তার কাছে তওবা কর। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। তোমাদের শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।”-[সূরা হুদ (১১):৫২]

তাওবা ও ইস্তিগফারের উপকারিতায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرحا، ورزقه من حيث لا يحتسب

“ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে আল্লাহ তা'আলা তার সকল সংকট থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন, তার সকল পেরেশানি দূর করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারেনা।” -[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৫১৮]

খাঁটি তাওবার জন্য ব্যাকুলতা ও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা :

- **একশ মানুষের খুনির তাওবা :**

বনী ইসরাইলে এক লোক ১০০ টি খুন করেছিল। তারপর সেই খুনি খাঁটি তওবাহ করেছিল। তাই আল্লাহ তার এত বড় ও জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ -

আবু সাঈদ আল (সা'দ ইবনু মালিক ইবনু সিনান) খুদরি থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "তোমাদের পূর্বে (বনী ইসরাইলের যুগে) একটি লোক ছিল যে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর লোকদের কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সম্পর্কে জানতে চাইল। তাকে একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর কথা বলা হলো। সে তার কাছে এসে বলল, সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন কি তার তওবার সুযোগ আছে? সে বলল 'না'।সুতরাং সে (রাগান্বিত হয়ে) তাকেও হত্যা করে ১০০ পূরণ করল। পুনরায় সে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। এবারও তাকে এক জ্ঞানের খোঁজ দেওয়া হল। সে তার নিকটে এসে বলল যে, সে ১০০ মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার সুযোগ আছে? সে বলল, 'হ্যাঁ আছে,' তার আর তাওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমক স্থানে চলে যাও। যেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত করো। আর তোমার নিজ আবাসস্থলে ফিরে যেও না। কেননা ঐ স্থান পাপের স্থান।

অতঃপর ওই ব্যক্তি ওই স্থানের দিকে যেতে আরম্ভ করল। যখন সে মধ্যরাস্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু এসে গেল (তার দেহ হতে আত্মা বের করার জন্য) রহমত ও আজাবের উভয় প্রকার ফেরেশতা উপস্থিত হলেন। ফেরেশতাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলো। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেন, "এই ব্যক্তি তাওবাহ করতে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে তার আগমন ঘটেছে।"আর আযাবের ফেরেশতাগণ বললেন, "এ লোক এখনও ভাল কাজ করেনি (তাই সে শাস্তির উপযুক্ত)।" এমতাবস্থায় একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। ফেরেশতাগণ তাকে সালিস মানলেন। তিনি ফয়সালা দিলেন যে, "তোমরা দুই স্থানের দূরত্ব মেপে দেখো (অর্থাৎ এ লোক যেই স্থান থেকে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার দূরত্ব) এই দুই স্থানের মধ্যে সে যার দিকে বেশি নিকটবর্তী হবে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে।"তারা দূরত্ব মাপলেন এবং যে স্থানে সে

যাবার ইচ্ছা করেছিল, সেই (ভালো) স্থানকে বেশি নিকটবর্তী পেলেন। সুতরাং, রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবজ করলেন।”

-[সহিহ মুসলিম :৭১৮৪] -[সহীহুল বুখারী :৩৪৭০]

অন্য একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, “পরিমাপে ওই ব্যক্তিকে সৎকর্মশীল লোকদের স্থানের দিকে এক বিঘত বেশি নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ওই সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের স্থানের অধিবাসী বলে গণ্য করা হলো।” -[সহিহ মুসলিম :৭১৮৫]

অন্য আরেকটি বর্ণরায় এরূপ এসেছে যে, “আল্লাহ তাআলা ওই স্থানকে (যে স্থান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎকর্মশীলদের স্থানকে আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, ‘তোমরা এই দুয়ের দূরত্ব মাপো।’ সুতরাং তাকে সৎকর্মশীলদের স্থানের দিকে এক বিঘত বেশি নিকটবর্তী পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।” -
[সহীহুল বুখারী :৩৪৭০]

- **গামিদি গোত্রের ব্যাভিচারিণী মহিলার তাওবা :**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে গামিদি গোত্রের এক মহিলা জেনার কারণে গর্ভবতী হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে তাওবা করে গুনাহ থেকে পবিত্র হতে চেয়েছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ -

একদিন গামিদি গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করল এবং বলল,হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরবর্তী দিন আবার ওই মহিলা আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহুর রাসূল! আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।আপনি কি আমাকে ওইভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেভাবে আপনি মা’ইজকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আমি গর্ভবতী। তখন তিনি বললেন, যদি (ফিরে যেতে না চাও), তবে (আপাতত এখনকার মত) চলে যাও এবং সন্তান প্রসবকাল সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন সে সন্তানকে এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে নবীজির কাছে আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তাকে (সন্তানকে) দুধ পান করাও। দুধপান করানোর সময় শেষ হলে পরে

এসো। এরপর যখন তার দূত পান করানোর সময় শেষ হলো তখন ওই মহিলা শিশুসন্তানটিকে নিয়ে তার কাছে আগমন করল এমন অবস্থায় যে, শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এরপর বলল, হে আল্লাহর নবী, (এইতো সেই শিশু) তাকে আমি দুধ পান করানোর কাজ শেষ করেছি। সে এখন খাদ্য খায়। তখন শিশুসন্তানটিকে তিনি কোন একজন মুসলিমকে প্রদান করলেন। এরপর তার ব্যাপারে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) আদেশ দিলেন। তার বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করা হলো এরপর জনগণকে (তার প্রতি পাথর নিক্ষেপের) নির্দেশ দিলেন। তারা তখন তাকে পাথর মারতে শুরু করলো। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ একটি পাথর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং মহিলার মাথায় নিক্ষেপ করলেন, তাতে তার মুখমণ্ডলে রক্ত ছিটকে পড়ল। তখন তিনি মহিলাকে গালি দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গালি শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, সাবধান! হে খালিদ! সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার জীবন, জেনে রেখো! নিশ্চয়ই সে এমন তাওবাহ করেছে, যদি কোন জুলুমবাদ ব্যক্তিও এমন তওবা করত তবে তারও ক্ষমা হয়ে যেত। এরপর তার জানাজার সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার জানাজার সালাত আদায় করা হলো। এরপর তাকে দাফন করা হলো। -[সহিহ মুসলিম :৪৫২৮]

- **জুহাইনাহ গোত্রের এক ব্যভিচারিনী মহিলার তাওবা :**

জুহাইনাহ গোত্রের এক ব্যভিচারিনী মহিলার তাওবার ক্ষেত্রেও গামিদি গোত্রের মহিলার ঘটনার মত ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

আবু নুজাইদ ইমরান ইবনুল হুসাইন আল খুযা'ই রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহাইনাহ গোত্রের এক নারী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলো। সে যিনার কারণে গর্ভবতী ছিল। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আত্মীয় কে ডেকে বললেন, "তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখো এবং সন্তান প্রসবের পর আমার নিকট নিয়ে এসো।"সুতরাং সে তাই করল (অর্থাৎ প্রসবের পর তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে এলো) আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তার কাপড় তার শরীরের উপর মজবুত করে বেঁধে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাজার সালাত আদায় করলেন। উমার তাকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এই মহিলার জানাজার সালাত আদায় করলেন?অথচ

সে ব্যভিচার করেছিল।'তিনি বললেন, (উমার তুমি জানো না যে) এই মহিলাটি এমন বিশুদ্ধ তাওবা করেছে, যদি তা মদিনার ৭০ জন লোকের মধ্যে বন্টন করা হতো তাহলে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। এর চেয়ে কি তুমি কোন উত্তম কাজ পেয়েছো যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান করে দিলো?" -[সহীহ মুসলিম :৪৫২৯]

- **তাবুক যুদ্ধে না যাওয়া তিন সাহাবীর তাওবা:**

সাময়িকের জন্য ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনজন প্রখ্যাত সাহাবী তাবুকের যুদ্ধে যাননি, না যাওয়ার অপরাধ থেকে তারা কিভাবে তাওবা করেছে তারই বর্ণনা নিচের হাদিসটিতে পাওয়া যায় -

কা'ব ইবনু মালিক এর পুত্র আব্দুল্লাহ (এই আব্দুল্লাহ কা'ব এর ছেলেদের মধ্যে তার পরিচালক ছিলেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'ব ইবনু মালিক কে এই ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি -

যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে থেকে যান। তিনি বলেন, 'আমি তাবুক যুদ্ধ ছাড়া যে যুদ্ধই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তাতে কখনোই তার পিছনে থাকিনি।(অবশ্য বদরের যুদ্ধ থেকে আমি পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করেনি তাকে ভর্ৎসনা করা হয়নি।) আসল ব্যাপার ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমগণ কোরাইশের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন। (শুরুতে যুদ্ধের নিয়ত ছিল না)। পরিশেষে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ও তাদের শত্রুকে (পূর্ব ঘোষিত) ওয়াদা ছাড়াই একত্রিত করেছিলেন।

আমি আক্বাবার রাতে (মিনার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। আক্বাবার রাত অপেক্ষা আমার নিকটে বদরের উপস্থিতি বেশি প্রিয় ছিল না। যদিও বদর (অভিযান) লোক মাঝে ওর চাইতে বেশি প্রসিদ্ধ। (কা'ব বলেন) আর আমার তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর পেছনে থাকার ঘটনা এরূপ এরূপ যে, এই যুদ্ধ হতে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ্য ও সচ্ছল ছিলাম অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম, এর পূর্বে আমার নিকট কখনো দুটি সাওয়ারি (বাহন) একত্রিত হয়নি। কিন্তু এই সময়ে একই সাথে দুটি সাওয়ারি আমার নিকট মজুদ ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন 'তাওরিয়া' করতেন (অর্থাৎ সফরের গন্তব্যস্থলে নাম গোপন রেখে সাধারণ

অন্যস্থানের নাম নিতেন, যাতে শত্রুরা টের না পায়)।এই যুদ্ধ এভাবে চলে এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ গরমে এই যুদ্ধে বের হলেন এবং দূরবর্তী সফর ও দীর্ঘ মরুভূমির সম্মুখীন হলেন। আর বহু সংখ্যক শত্রুরও সম্মুখীন হলেন। এইজন্য মুসলিমদের সামনে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন, যাতে তারা সেই অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে তিনি সেই দিকও বলে দিলেন, যেদিকে যাবার ইচ্ছা করেছেন ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে অনেক মুসলিম ছিলেন এবং তাদের কাছে কোন হাজিরা বহিঃ ছিলনা যাতে তাদের নামসমূহ লেখা হবে।এইজন্য যে (ব্যক্তি) যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকতো সে এই ধারণায় করতো যে , আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ ছাড়া তার অনুপস্থিতির কথা গুপ্ত থাকবে। নবীজি এই যুদ্ধ ফল পাকার মৌসুমে করেছিলেন এবং সেই সময় (গাছের) ছায়াও উৎকৃষ্ট (ও প্রিয়) ছিল, আর আমার টানও ছিল সেই ফল ও ছায়ার দিকে।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা প্রস্তুতি নিলেন তাবুকের যুদ্ধের জন্য। আর (আমার এই অবস্থা ছিল যে) আমি সকালে আসতাম, যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আমিও যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু কোন ফয়সালা না করেই আমি ফিরে আসতাম এবং মনে মনে বলতাম যে, আমি যখন ইচ্ছা করব, যুদ্ধে সামিল হয়ে যাব। কেননা আমি এর ক্ষমতা রাখি। আমার এ গরিমসি অবস্থা অব্যাহত রইলো। এবং লোকেরা জিহাদের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকলেন।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা একদিন সকালে তাবুকের জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি আবার সকালে এলাম এবং বিনা সিদ্ধান্তেই ফিরে গেলাম। এটা অব্যাহত থাকলো। ওদিকে মুসলিম সেনারা দ্রুতগতিতে আগে বাড়তে লাগলো এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ক্রমশ এগোতে লাগলো। আমি ইচ্ছে করলাম যে,আমিও সফরে রওনা হয়ে তাদের সঙ্গে পেয়ে যাই। হায়!যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু এটা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। এদিকে নবীজি চলে যাবার পর যখনই আমি লোকের মাঝে আসতাম, তখন এজন্যই দুঃখিত চিন্তিত হতাম যে, এখন (মদিনায়) আমার সামনে কোন আদর্শ আছে তো কেবলমাত্র মুনাফিক কিংবা এত দুর্বল ব্যক্তিরা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা যোগ্য বা অপারগ বলে গণ্য করেছেন। সম্পূর্ণ রাস্তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আমাকে স্মরণ করলেন না। তাবুক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে বসেছিলেন, তখন আমাকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, "কাব ইবনু মালিকের কি হয়েছে?"বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি

লোক বলে উঠলো, "হে আল্লাহর রাসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহংকার)তাকে আটকে দিয়েছে। (এ কথা শুনে) মু'য়াজ ইবনুজ্জামাল বললেন, "বাজে কথা বললে তুমি। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানিনা।"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন।

এসব কথাবার্তা চলছিল এমত অবস্থায় তিনি একটি লোককে সাদা পোশাক পড়ে (মরুভূমির) মরীচিকা ভেদ করে আসতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যদি আবু খাইসামাহ হও"।(দেখা গেল) সত্যিকারেই তিনি আবু খায়সামাহ আনসারীই ছিলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একবার আড়াই কিলো খেজুর সাতকাহ করেছিলেন বলে মুনাফিকরা (তা অল্প মনে করে) তাকে বিদ্রুপ করেছিল।

কাব বললেন, "অতঃপর যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফেরার সফর শুরু করে দিয়েছেন, তখন আমার মনে কঠিন দুশ্চিন্তায় এসে উপস্থিত হলো এবং মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা করতে লাগলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম যে, আগামীকাল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ফিরবেন, সে সময় আমি তার রোষানল থেকে বাঁচবো কি উপায়ে? আরে এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের সহযোগিতা চাইতে লাগলাম। অতঃপর যখন বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন একদম নিকটবর্তী তখন আমার অন্তর থেকে বাতিল (পরিকল্পনা) দূর হয়ে গেল। এমনকি আমি বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যা বলে আমি কখনোই বাঁচতে পারব না। সুতরাং আমি সত্য বলার দৃঢ় সংকল্প করে নিলাম।

এদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম সকালে (মদিনায়) পদার্পণ করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি মসজিদে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। তারপর(সফরের বিশেষ বিশেষ খবর শোনাবার জন্য) লোকেদের জন্য বসতেন।সুতরাং এই সফর থেকে ফিরেও যখন পূর্বের মত কাজ করলেন, তখন মুনাফিকরা এসে তার নিকট ওজর আপত্তি পেশ করতে লাগলো এবং কসম খেতে আরম্ভ করল। এরা সংখ্যায় ৮০ জনের কিছু বেশি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ করে নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও তাঁর নিকট হাজির হলাম।

অতঃপর যখন আমি তাকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "সামনে এসো" ।আমি তাঁর সামনে এসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেন জিহাদ থেকে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করোনি?"আমি বললাম, " হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন লোকের কাছে বসতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে যেতাম। বাকচাতুর্য (বা তর্ক বিতর্ক করার) অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে যদি আজ আপনার সামনে মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তাহলে অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা (ওহী দ্বারা সংবাদ দিয়ে) আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট সুফলের আশা রাখি। (যেহেতু আমি সত্য বলছি যে) আল্লাহর কসম! (আপনার সাথে জিহাদে যাবার ব্যাপারে) আমার কোন অসুবিধা ছিল না। আল্লাহর কসম! আপনার সাথ ছেড়ে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ্য ও সচ্ছল ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ লোকটি নিশ্চিতভাবে সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, যে পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোন ফয়সালা না করেন।"

আমার পিছনে বনু সালামাহ গোত্রের কিছু লোক এলো এবং আমাকে বলল যে, "আল্লাহর কসম! আমরা অবগত নই যে, তুমি এর পূর্বে কোন পাপ করেছ। অন্যান্য পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের ওজোর পেশ করার মত তুমিও কোন ওজর পেশ করলে না কেন? তোমার পাপ মোচনের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।"কা'ব বললেন, "আল্লাহর কসম! লোকেরা আমাকে আমার সত্য বলার জন্য তিরস্কার করতে লাগলো। পরিশেষে আমার ইচ্ছা হলো যে, আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে প্রথম কথা অস্বীকার করে (এবং কোন মিথ্যা ওজর পেশ করি)। আবার আমি তাদেরকে বললাম, "আমার এ ঘটনা কি অন্য কারো সাথে ঘটেছে?" তারা বললেন, "হ্যাঁ!তোমার মত আরও দুজন সমস্যায় পড়েছে। (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট) তারাও সেই কথা বলেছে, যা তুমি বলেছ এবং তাদেরকে সেই কথাই বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে।

আমি তাদেরকে বললাম, “তারা দুজনকে?”তারা বলল, “মুররাহ ইবনু রাবি ‘আমরি ও হেলাল ইবনু উমাইয়াহ ওয়াক্বিফী।”এই দুজন যাদের কথা তারা আমার কাছে বর্ণনা করলো, তারা সৎ লোক ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা সে দুজন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমি আমার পূর্বেকার অবস্থার (সত্যের) উপর অনর থেকে গেলাম (এবং আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূরীভূত হল যাতে আমি তাদের ভর্ৎসনার কারণে পতিত হয়েছিলাম)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে পিছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

কা’ব বলেন, “লোকেরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।”অথবা বললেন, “লোকেরা আমাদের জন্য পরিবর্তন হয়ে গেল।”পরিশেষে পৃথিবী আমার জন্য অপরিচিত মনে হতে লাগলো। এভাবে আমরা ৫০ টি রাত কাটালাম। আমার দুই সাথীরা তো নরম হয়ে ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু আমি গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও বলিষ্ঠ ছিলাম। ফলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে মুসলিমদের সাথে সালাতে হাজির হতাম এবং বাজার সমূহে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির হতাম এবং তিনি যখন সালাতের পর বসতেন, তখন তাকে সালাম দিতাম। আর আমি মনে মনে বলতাম যে, তিনি আমার সালামের জবাবে ঠোঁট নাড়াচ্ছেন কিনা? তারপর আমি তার নিকটেই সালাত পড়তাম এবং আড়চোখে তাকে দেখতাম। (দেখতাম) যখন আমি সালাতে মনোযোগী হচ্ছি, তখন তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন এবং যখন আমি তার দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

অবশেষে, যখন আমার সাথে মুসলিমদের বিমুখতা দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন একদিন আমি আবু ক্বাতাদাহ এর বাগানে দেয়াল ডিঙিয়ে প্রবেশ করলাম, সে আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমাকে সালামের জবাব দিল না। আমি তাকে বললাম, হে আবু ক্বাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো যে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি? সে নিরুত্তর থাকলো। আমি দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলে এবারেও সে চুপ থাকলো। আমি তৃতীয়বার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, “আল্লাহ

ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন।" এ কথা শুনে আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু বইতে লাগলো এবং যেভাবে গিয়েছিলাম, আমি সেই ভাবেই দেয়াল নিয়ে ফিরে এলাম।

এরই মধ্যে একদিন মদিনার বাজারে হাঁটছিলাম। এমন সময় শাম দেশের কৃষকদের মধ্যে একজন কৃষককে যে মদিনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে এসেছিল বলতে শুনলাম, "কে আমাকে কাব ইবনু মালিক কে দেখিয়ে দেবে?" লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগলো। ফলে সে ব্যক্তি আমার নিকটে এসে আমাকে 'গাসসান' এর বাদশার একখানি পত্র দিল। আমি লেখাপড়া জানতাম, তাই আমি পত্র খানি পড়লাম। পত্রে লেখা ছিল,

"অতঃপর আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে আপনার সঙ্গী (মুহাম্মদ) আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন, আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করব।"

পত্র পড়ে আমি বললাম, "এটাও অন্য এক মুসিবত (পরীক্ষা)"।সুতরাং আমি ওটাকে চুলোয় ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন গত হয়ে গেল এবং ওহী আসা বন্ধ ছিল। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলল, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার আদেশ দিচ্ছেন।"আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কি তাকে তালাক দেবো না কি করব?"সে বলল, "তালাক নয়, বরং তার নিকট থেকে আলাদা থাকবে, মোটেই তার নিকটবর্তী হবে না।"আমার দুই সাথির নিকটেও এই বার্তা পৌঁছে দিলেন । আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, "তুমি পিত্রালয়ে চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান করো যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করেন।"

(আমার সাথীদের মধ্যে একজন সাথী) হেলাল ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়া খুবই বৃদ্ধ মানুষ, তার কোন খাদেমও নেই সেহেতু আমি যদি তার খেদমত করি, তবে আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন?" তিনি বললেন, "না (অর্থাৎ তুমি তার খিদমত করতে পারো) কিন্তু সে যেন (মিলন উদ্দেশ্যে) তোমার নিকটবর্তী না হয়।" হেলালের স্ত্রী বলল, "আল্লাহর কসম! (দুঃখের কারণ এ ব্যাপারে) তার কোন সক্রিয়তা নেই। আল্লাহর কসম! যখন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে সর্বদা কাঁদছে।"

(কা’ব বলেন) “আমাকে আমার পরিবারের কিছু লোক বলল যে, “তুমিও যদি নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম এর নিকট অনুমতি চাইতে, (তাহলে তা তোমার জন্য ভালো হতো)। তিনি হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রীকে তো তার খিদমাত করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।” আমি বললাম, “এই ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইবো না। জানি না যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে অনুমতি চাইবো, তখন তিনি কি বলবেন। কারণ, আমি তো যুবক মানুষ।”

এভাবে আরও দশ দিন কেটে গেল। যখন থেকে লোকেদের কে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল। আমি পঞ্চাশ তম রাতে আমাদের এক ঘরের ছাদের উপর ফজরের সালাত পড়লাম। সালাত পড়ার পর আমি এমন অবস্থায় বসে আছি যার বর্ণনা আল্লাহ তা’আলা আমাদের ব্যাপারে দিয়েছেন - আমার জীবন আমার জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমন সময় আমি এক চিৎকারকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, সে সাল’আ পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলছে, “হে কা'ব ইবনে মালিক! তুমি সুসংবাদ নাও।”আমি তখন (খুশিতে শুকরিয়ার) সাজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত পড়ার পরে লোকেদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওবা কবুল করে নিয়েছেন। সুতরাং, লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করলো। এক ব্যক্তি আমার দিকে অতি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এলো। সে ছিল আসলাম (গোত্রের) এক ব্যক্তি। আমার দিকে সে দৌড়ে এলো এবং পাহাড়ের উপর চড়ে (আওয়াজ দিল) তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগামী ছিল। সুতরাং যখন সে আমার কাছে এলো, যার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, তখন আমি তার সুসংবাদ দানের বিনিময়ে আমার দেহ থেকে দুখানি বস্ত্র খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সে সময় আমার কাছে এ দুটি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর আমি দুখানি কাপড় অস্থায়ীভাবে ধার নিয়ে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে মোবারকবাদ জানাতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, “আল্লাহ তা’আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন, তাই তোমাকে ধন্যবাদ।”অতঃপর আমি মসজিদে

প্রবেশ করলাম। (দেখলাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন এবং তাঁর চারপাশে লোকজন আছে। ত্বালহা ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ উঠে ছুটে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মোবারকবাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! মহা জীবদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ উঠলেন না।”সুতরাং কা’ব ত্বালহা রাজিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহুমার এই ব্যবহার কখনো ভুলতেন না। কা’ব বলেন, “যখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানালাম, তখন তিনি খুশিময় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাকে বললেন, “তোমার মা তোমাকে যখন প্রসব করেছেন তখন থেকে তোমার জীবনের বিগত সর্বাধিক শুভদিনের তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো।”আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে?’ তিনি বললেন, “না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশি হতেন তখন তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, মনে হতো যেন তা এক ফালি চাঁদ এবং এতে আমরা তার (খুশি হবার) কথা বুঝতে পারতাম। অতঃপর যখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে বসলাম, তখন আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার তাওবা কবুল হবার তরুণ আমি আমার সমস্ত ও তাঁর রাসূলের রাস্তায় সাদাকাহ করে দিচ্ছি।”তিনি বললেন, “তুমি কিছু মাল নিজের জন্য রাখো, তোমার জন্য তা উত্তম হবে।” আমি বললাম, “যাই হোক! আমি আমার খাইবারের যুদ্ধে (প্রাপ্ত) অংশ রেখে দিচ্ছি। আর আমি এ কথাও বললাম যে, “হে আল্লাহুর রাসূল নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সত্যবাদীতার কারণে (এই বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন। আর এটাও আমার তাওবার দাবি যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকবো সর্বদা সত্য কথাই বলব। সুতরাং, আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম, তখন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলিমকে সত্য কথা বলার প্রতিদান স্বরূপ এর থেকে উৎকৃষ্ট কোন পুরস্কার দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আল্লাহর কসম! যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ কথা বলেছি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি, আর আশা করি যে বাকি জীবনেও আল্লাহ তা’আলা আমাকে এ থেকে নিরাপদ রাখবেন।”

কা’ব বলেন : আল্লাহ তাআলা (আমাদের ব্যাপারে) অবতীর্ণ করেছেন -

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ط إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا ط حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله الا اليه ط ثم تاب عليهم ليتوبوا ط ان الله هو التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

“আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং মোহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী হয়েছিল, এমনকি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুনাময় । আর ওই তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল, পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ন হলেন, যাতে তারা তাওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন তাওবা গ্রহনকারী, পরম করুনাময়।” -[সূরা আত তাওবাহ (০৯):১১৭-১১৯] -[সহীহ মুসলিম :৭১৯২]

তাওবা ও ইস্তিগফার (অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাওয়া) :

আল্লাহ তার বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন -

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।”

-[সূরা নূর(২৪):৩১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

সকল আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম যারা তাওবাকারি।

-[তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, দারেমি, মিশকাত :২৩৪১]

তাওবা ও ইস্তিগফারের জন্য দো'য়া (হাদিসে বর্ণিত)

- استغفر الله - "আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

প্রতি ওয়াক্তে ফরজ সালাতে সালাম ফেরানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া তিনবার পড়তেন। -[মিশকাত :৯৬১]

- استغفر الله واتوب اليه – "আমি আল্লাহর ক্ষমাপ্রার্থনা করছি ও তার দিকে ফিরে আসছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন ৭০ বারের অধিক তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন। -[বুখারী :৬৩০৭]

- ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم الغفور

"হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী, করুনাময়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসে এক বৈঠকে এই দোয়া একশবার পড়েছেন। -[আবু দাউদ: ১৫১৬ ইবনে মাজাহ :৩৮১৪ তিরমিজি :৩৪৩৪ মিশকাত :২৩৫২]

- استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

"আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছে তাওবা করি।"

এই দোয়া পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারী হয়। -[আবু দাউদ: ১৫১৭ তিরমিজি: ৩৫৭৭ মিশকাত: ২৩৫৩]

- اللهم أنت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت

"হে আল্লাহ তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারি গোলাম । আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে বানা চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছো তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও

স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।”

এই দোয়া সকালে পড়ে রাতের আগে মারা গেলে অথবা রাতে পড়ে সকালের আগে মারা গেলে সে জান্নাতে যাবে। -[বুখারী :৬৩০৬]

- استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه

“আমি ক্ষমা চাচ্ছি আমার রব আল্লাহর কাছে সকল পাপ থেকে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।”

আরো তওবা ও ইস্তিগফার রয়েছে যা আমরা নিয়মিত আমল করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

- **তাওবা ও ইস্তিগফার সম্পর্কিত কিছু হাদিস :**

- باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم) (والليلة

أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة

(দিনে ও রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিগফার)

“আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ৭০ বারেরও অধিক ইস্তেগফার ও তাওবা করে থাকি।” -[সহীহ বুখারী, খন্ড ৮,হাদিস নং :৬৩০৭]

- باب ما يتقى من فتنة المال(

أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت بن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملكا من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد الجوف بني آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب

(ধন-সম্পদ এর পরীক্ষা থেকে রক্ষা পাওয়া)

আব্বাস ইবন সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। আমি জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে মক্কায় মিম্বরের উপর তার খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন :হে লোকেরা! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি বনি আদমকে স্মরণে ভরা এক উপত্যকা মাল দেওয়া হয়, তথাপিও সে দ্বিতীয় টার জন্য লালায়িত

হয়ে থাকবে। আর তাকে দ্বিতীয় টি দেওয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয়টির জন্য লালায়িত হয়ে থাকবে। বনি আদম এর পেট মাটি ছাড়া ভরতে পারেনা। তবে যে তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। -[বুখারী, খন্ড ৮,হাদিস নং ৬৪৩৮]

-)باب في الحض على التوبة والفرح بها (

حدثني سعيد بن سعيد ،حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني زيد بن أسلم ،عن أبي الصالح عن أبي هريرة ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول"

(তাওবার ব্যাপারে উৎসাহ দান ও তাতে আনন্দিত হওয়া)

সাওয়ায়দ ইবনু সাঈদ (রহ)....আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন :আমার প্রতি বান্দার বিশ্বাসের অনুরূপই (আমার প্রতি বান্দার ধারণা মোতাবেক আমি তার সঙ্গে আচরণ করি)। সে যখন যেখানেই আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে আছি। মরু বিয়া বলে তোমাদের কেউ হারানো (বাহন) পশু পাওয়ার পর যে পরিমাণ খুশি হয় আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবার পর এর থেকেও অধিক খুশি হন। যদি কেউ এক বিঘত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসে তবে আমি তার প্রতি এক হাত এগিয়ে যাই। যদি কেউ এক হাত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসে, তবে আমি এক ‘বাগ’(দুই বাহু ডানে বামে প্রসারিত করলে যে দূরত্ব হয়) পরিমান তার দিকে এগিয়ে যাই। যদি কেউ আমার দিকে হেঁটে আসে তবে আমি তার দিকে ছুটে যায়। -[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৭০০]

- আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা কা’নাব কা’নবি (রহ)....আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :তোমাদের কোন ব্যক্তি হারানো পশু পাওয়ার কারণে যে পরিমাণ খুশি হয়, তোমাদের কারো তওবার কারণে আল্লাহ তাআলা এর চেয়েও অধিক খুশি হন।

-[সহীহ মুসলিম, ৬৭০১]

- (ইস্তিগফার ও তাওবা দ্বারা গুনাগ ঝরে যাওয়া)

কুতায়বা ইবনে সাঈদ(রহ)..... আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, তার মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বললেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম থেকে ছোট একটি হাদিস

আমি তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছিলেন, যদি তোমরা গুনাহ না করতে তবে আল্লাহ তা'আলা এমন মাখলুক সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।

-[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৭১০]

- আবু মুসা আলী রাজিয়াল্লাহু তা'আলা কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা করে এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন রাতে পাপ কারি (দিনে) তাওবা করে।যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে। -[মুসলিম ৭১৬৫]
- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা গ্রহণ করবেন। -[মুসলিম ৭০৩৬]
- ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার তাওবা সে পর্যন্ত কবুল করবেন, যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠগত না হয়। -[আহমাদ ৬১৬০, তিরমিজি ৩৫৩৭ সহীহুল জামে ১৯০৩]
- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আজ্জা অজাল্ল বলেন, "আমি সেইরূপ, যে রূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার বান্দার তাওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশি হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমান অগ্রসর হয়,আমি তার দিকে দুই হাত পরিমান অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। -[বুখারী ৭৮০৫, মুসলিম ৭১২৮]
- জির ইবনে হুবাইস (রহ)বলেন যে, আমি মজার উপর মাসে করার মাসলা জিজ্ঞাসা করার জন্য সাফওয়ান ইবনে আসসালের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, 'হে জির!

তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি?'আমি বললাম, জ্ঞান অন্বেষণ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই ফেরেশতা মন্ডলী ওই অন্বেষণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যার্থীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।

অতঃপর আমি বললাম, পেশাব পায়খানার পর মজার উপর মাসা করার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন সাহাবীর, তাই আপনার নিকট জানতে এলাম যে, আপনি এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন কিনা? তিনি বললেন, হ্যাঁ,আমরা যখন বিদেশ সফরে বের হতাম, তখন তিনি আমাদেরকে (সফরে) তিন দিন ও তিন রাত মজা না করার আদেশ দিতেন,(অর্থাৎ আমরা যেন এই সমসুমা পর্যন্ত মাসেহ করতে থাকে) হেতু অপবিত্র হলে (মোজা খুলতে হবে)। কিন্তু পেশাব পায়খানা বা ঘুম থেকে উঠলে নয়। (এসবের পর রীতিমতো মাসাহ করা জায়েজ।আমি বললাম, আপনি কি তাঁকে ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা তার সাথে বসে ছিলাম , এমন সময় এক বেদুইন অতি উঁচু গলায় ডাক দিলাম "হে মুহাম্মদ"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাকে উচু আওয়াজে জবাব দিলেন, 'এখানে এসো' ।আমি (জির) তাকে বললাম, আরে তুমি নিজের আওয়াজ নিচু কর। কেননা তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আছো। তার নিকট এরকম উঁচু গলায় কথা বলা তোমার (বরং সকলের) জন্য নিষিদ্ধ। সে (বেদুইন) বলল,আল্লাহর কসম!আমি তো আস্তে কথা বলবই না। বেদুইন বললাম, কোন ব্যক্তি কিছু লোককে ভালোবাসে,কিন্তু সে তাদের (মর্যাদায়) পৌঁছাতে পারেনি? (এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?) নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম প্রত্যুত্তরে বললেন, "মানুষকে কেয়ামতের দিন ওই লোকদের সাথে থাকবে,যাদেরকে সে ভালোবাসে।"পুনরায় তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।এমনকি তিনি পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন, যার প্রশ্নের দূরত্ব ৪০ কিংবা ৭০ বছরের পথ অথবা তিনি বললেন, ওর প্রস্থে একজন আরোহী ৪০ কিংবা ৭০ বছর চলতে থাকবে। (আর এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, এই দরজা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত)। আল্লাহ তাআলা এই দরজাটি আসমান জমিন সৃষ্টি করার দিন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় থেকে তা তাওবার জন্য খোলা রয়েছে। পশ্চিম দিকে থেকে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত এটা বন্ধ হবে না।

-[সহিহ তিরমিজি, ২৮০১]

এরুপ তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

- **রমজানে তাওবা ও ইস্তিগফার**

তাওবা সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আলী থানভী (রহ) অনেক কিছু বয়ান করেছেন,যা আমাদের জন্য যেমন উপকারী তেমনি বর্তমান সময়েরও উপযোগী। কারণ রমজান হচ্ছে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মাস। বান্দার কর্তব্য হলো এই মহা ফজিলতের মাঝ থেকে পুরা ফায়দা হাসিল করা অর্থাৎ পিছনে সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা এবং বাকি জীবন আল্লাহর হুকুম মতো চলার নতুন প্রতিজ্ঞা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم تتقون

হে ঈমানদারগণ, ফরজ করা হয়েছে তোমাদের উপর সিয়াম, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তাদের উপর যারা বিগত হয়েছে তোমাদের পূর্বে। (ফরজ করা হয়েছে) যেন তোমরা তাকওয়া হাসিল করো। -[সূরা বাকারা, ১৮৩]

পুরো রমজানের এই দেশ সিয়াম সাধনা এর আসল মাকসাদ হলো দিলের মধ্যে তাকওয়া পয়দা করা। আর তাকওয়া মানে হলো অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় জাগ্রত করা মাধ্যমে বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করার ব্যাকুলতা সৃষ্টি হওয়া এবং সামনের জীবনে আল্লাহর হুকুমমত চলার এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা। দিলের মধ্যে যখন আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া পয়দা হয় তখন বান্দা অস্থির হয়ে রোনাজারি করে আর বলে পিছনে আমার দ্বারা যত গুনাহ হয়েছে তা থেকে আমি তাওবা করছি এবং বাকি জীবন আল্লাহর হুকুম মতো চলার প্রতিজ্ঞা করছি। সুতরাং তাকওয়ার মাস এই রমজানে তাওবার তৌফিক দিন আল্লাহ আমাদের সকলকে এবং তাওবার ওপর আমল করার পূর্ণ তাওফিক দান করুক। আমিন।

তাওবা (التوبة)

<u>শাব্দিক অর্থ :</u> التوبة একটি আরবি শব্দ। শব্দটি তা (تا) বর্ণে যবর এবং ওয়াও (واو)বর্ণে সুকুন যোগে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ হলো —পাপ থেকে ফিরে আসা,প্রত্যাবর্তন করা,প্রত্যাগমন করা ইত্যাদি। বিশেষ পদে অর্থ — অনুতাপ করা, অনুশোচনা করা।

<u>পারিভাষিক অর্থ :</u> কোরআন এবং হাদীসে শব্দটি আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ ত্যাগ করা ও তাঁর আদেশকৃত বিষয় সমূহের দিকে ফিরে আসা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলামী ধর্মতত্ত্বে শব্দটি নিজেরকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তা পরিত্যাগের দৃঢ় সংকল্পকে বোঝায়।

বান্দার ক্ষেত্রে তাওবা অর্থ সে তার ভুলের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে আল্লাহর নিকট ফিরে আসে।

আল্লাহর ক্ষেত্রে তাওবা হল, আল্লাহর তাওবার কাজটি করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেছেন।

<u>توبه نصوحا (তাওবাতুন নাসুহা)/খাঁটি তওবা:</u>

যে তাওবার পর পাপকর্মের পুনরাবৃত্তি হয় না, তাকে বলে তাওবাতুন নাসুহা /খাঁটি তওবা।

<u>বিস্তারিত :</u>

- তাওবা শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তা ও তার সৃষ্টি কুল বান্দাগণ উভয়ের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- আল্লাহ তাআলার জন্য এ মর্মে যে, তিনি স্বীয় মাগফিরাত (মার্জনা) ও রহমত (করুনা) সহকারে বান্দাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন -

هو يقبل التوبة عن عباده

"তিনি স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবুল করেন।" -[সূরা তাওবা :১০৪]

এতে এ অর্থের প্রকাশ ঘটায় মূলত আল্লাহ তায়ালার সাথে এই ক্রিয়াটি সম্বন্ধ স্থাপন তার ক্ষমা (মাগফিরাত) ও দয়া (রহমতের) বহিঃপ্রকাশ।

- তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্বন্ধিত হলে আল কোরআনে তা على সংযোজক صلة ব্যবহৃত হয় ।যাতে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও সমন্বিত অবস্থান প্রকাশ পায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ثم تاب الله عليهم

"অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলে তাদের তাওবা কবুল করলেন।"

-[সূরা মায়িদা :৭১]

- কারো কারো মতে তাওবা অর্থ অনুতাপের সাথে গুনাহের কাজ পরিহার করে আল্লাহ তায়ালার দিকে ফিরে আসা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

"হে মুমিনগণ!তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" -[সূরা নূর :৩১]

- আবার কেউ কেউ বলেন,

التوبه :هو الرجوع إلى الله بحل عقد الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب

তাওবা হচ্ছে, অন্তর হতে গুনাহ না করা সংকল্পের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অতঃপর প্রতিপালকের যাবতীয় বিধানকে পালন করা।

- কেউ কেউ বলেন,

التوبة :تنزيل القلب عن الذنب وقيل الرجوع من البعد الى القرب وفي الحديث :الندم هي التوبة

তাওবা হচ্ছে, অন্তরকে পাপ মুক্ত করা। কারো কারো মতে দূরত্ব হতে নিকটে প্রত্যাবর্তন করা। কারণ, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, অনুশোচনাই তাওবা।

- মাজমাউস সুলুক গ্রন্থে বর্ণিত আছে :

التوبة شرعا هي الرجوع إلى الله تعالى مع دوام الندم وكثرة الاستغفار

শরীয়তের পরিভাষায় তাওবা হল, স্থায়ী অনুশোচনা ও অধিক ক্ষমা প্রার্থনার সাথে আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা।

তাওবা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা :

- আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون

হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।-[সূরা নূর: ৩১]

- আল্লাহ তাআলা বলেন -

إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সেসব লোকের তওবা কবুল করবে যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তওবা করে, ওরাই তারা, যাদের তাওবা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। -[সূরা নিসা :১৭]

- আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো বিশুদ্ধ তওবা, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতের, যার পাদদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত। -[সূরা তাহরীম ০৮]

- افلا يتوبون الى الله ويستغفرون الله غفور رحيم

তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আর আল্লাহ তায়ালা তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -[সূরা মায়িদা:৭৪]

- وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

"তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা করো তিনি তা জানেন।" -[সূরা শূরা:২৫]

- ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم

"তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদকা গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" -[সূরা তাওবা :১০৪]

- يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم

"আত্মার প্রতি জুলুম কারী আমার বান্দারা!তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তিনি সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" -[সূরা জুমার :৫৩]

- إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

“মহান আল্লাহ তা'আলা তাও বাকারীয় পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালোবাসেন।”

-[সূরা বাকারা :২২২]

তাওবার প্রকারভেদ :

- কারো কারো মতে তাওবা দুই প্রকার -
    1. তাওবাতুল ইনাবাহ
    2. তাওবাতুল ইস্তিজাবাহ

তাওবাতুল ইনাবাহ:

এ প্রকারের তাওবা হল, তোমার উপর আল্লাহতায়ালার ক্ষমতার কারণে তাঁকে ভয় করে তাঁর কাছে ফিরে আসা।

তাওবাতুল ইস্তিযাবাহ:

এ প্রকার তাওবা হল, আল্লাহ তাআলা তোমার নিকটে আছে এ কারণেই আল্লাহর নিকট লজ্জিত হয়ে ফিরে আসা।

- আবার কারো কারো মতে তাওবা দুই প্রকার -
    1. ইজমালি তাওবা (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার দ্বারা তাওবা)
    2. তাফসিলী তাওবা (ক্ষতিপূরণ করার সাপেক্ষে তাওবা)

ইজমালি তওবা:

ইজমালি তাওবা হল, একসাথে পেছনের সব গুনাহ হতে তাওবা করা। অর্থাৎ প্রথমে দুই রাকাত সালাতুত তাওবা পড়ে এভাবে দোয়া করবে, হে আল্লাহ! জীবনে আমার যত গুনাহ হয়েছে, যত ভুল ভ্রান্তি ও পদস্খলন হয়েছে সবকিছু থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই। হে আল্লাহ আমি তাওবাও ইস্তিগফার করছি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করছি যে, বাকি জীবনে কখনো কোন গুনাহ করব না। আপনি আমার তাওবা ও ইস্তিগফার কবুল করুন এবং এর উপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

এই ইজমালি তাওবা ইস্লাহে নফস ও আত্ম সংশোধনের পথে প্রথম কাজ।

তাফছিলী তাওবা :

তাফসিলি তাওবা হল প্রতিটি গোনাহ থেকে আলাদা আলাদা তাওবা করা।

এইটা আবার নিয়ম এই যে, যে গোনা থেকে তাওবা করা হচ্ছে যদি তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

যেমন- কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়েছে, তার সম্পদ ফেরত দিয়ে তাওবা করা। কাউকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তো মাফ চেয়ে নেওয়ার দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে। মাফ না চেয়ে শুধু মুখে তাওবা করা যথেষ্ট নয়। এগুলো হলো বান্দার হক (হাক্কুল ইবাদ)। আল্লাহর হক (হাক্কুল্লাহ বিষয়ক) থেকে তাওবা করা সম্পর্কেও একই কথা।

যেমন- কেউ যাকাত আদায় করেনি, তো যেহেতু পিছনে যাকাত আদায় করার দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব, সেহেতু যাকাত আদায় না করে শুধু তাওবা করলে তা কবুল হবার কথা নয়।

- ইমাম গাজ্জালী (রহ) তাওবা কে বিভক্ত করেছেন (মন ও প্রবৃত্তির অবস্থার মানের ভিত্তিতে) চার ভাগে -
    1. আন-নাফসুল মুতমাইন্না (النفس المطمئنة)
    2. আন -নাফসুল লাওয়ামা (النفس اللوامة)
    3. দীর্ঘদিন পাপ থেকে দূরে থাকার পর আবার পাপে লিপ্ত হওয়া।
    4. আন্নাফ্সুল আম্মারা বিস্সু (النفس الأمارة بالسوء)

<u>আন্নাফসুল মুতমাইন্না :</u>

বান্দা তাওবা করবে এবং সেও তো আবার উপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকবে।

অন্যায় ত্রুটি বিচ্যুতি যা হয়ে গেছে তার সাধ্যমত ক্ষতিপূরণ করবে এবং পরবর্তী সময়ে তার মনে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাগত সাধারণ ছোটখাটো বিচ্যুতি ব্যতিরেকে কোন গুনাহ সংঘটনের কল্পনাও উদিত হয় না। এ শ্রেণীর বান্দাকে বলা হয় সাবিকুম বিল খায়রাত (سابق بالخيرات)

আরে প্রকারের তাওবা কে বলা হয় আত্তাওবাতুন নাসুহা(التوبة النصوحة)। নির্ভেজাল পরিচ্ছন্ন তাওবা।

আর মন ও প্রবৃত্তির এই অবস্থাকে বলা হয় আন নাফ্সুল মুতমাইন্না বা প্রশান্ত অন্তর।

<u>আন্নাফসুল্লাওয়ামা:</u>

তাওবাকারী প্রধান ও মৌলিক ইবাদত সমূহ যথাযথ আদায় করতে থাকে এবং বড় ধরনের অশ্লীলতা হতে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু সকল গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না, তবে সে পুনরায় নিজেকে ভর্ৎসনা করে ও পুনরায় গুনাহ না করার সংকল্প করবে। যে পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে গুনাহ হয়ে যায় তা থেকে দূরে থাকবে।

এ প্রকৃতির প্রবৃত্তিকে আন্নাফসুল্লওয়ামা বলে। সাধারণত তওবাকরীগণ এই দলভুক্ত সাব্যস্ত হন।

দীর্ঘদিন পাপ থেকে দূরে থাকার পরে আবার পাপে লিপ্ত হওয়া :

তাওবাকারি তাওবার পরে বেশ দীর্ঘদিন তার উপরে অবিচল থাকে, পরে কোন পাপ তাকে বশীভূত করে ফেলে এবং সে তাতে লিপ্ত হয়ে যায়।

আন্নাফসুল আম্মারা বিসসু:

পাপ সংঘঠনকারী ব্যক্তি তাওবা করার পর পুনরায় বিভিন্ন পাপের জড়িয়ে পড়ে। এমনকি তার মনে আর তাওবার চিন্তা উদিত হয় না এবং তার মনে কোন প্রকার আক্ষেপ বা অনুতাপও হয় না, সে প্রবৃত্তির কু-চাহিদার গোলামে পরিণত হয়।

এ ধরনের প্রবৃত্তিকে আন্নাফ্সুল আম্মারা বিসসু বলে।

মূলত, তাওবা কবুল করা শুধু আল্লাহর মেহেরবানী সূচিত ওয়াদা পূর্ণ করার ব্যাপার।

তাওবা কবুল হওয়ার শর্তাবলী /তাওবার শর্ত :

- উলামায়ে কেরাম কোরআনের আয়াত ও সহিহ হাদিসের আলোকে তাওবার শর্তাবলী বর্ণনা করেন। কেননা তাওবা নিছক মুখে উচ্চারণের মত বিষয় নয়, বরং এর থেকে এমন আমল প্রকাশ হওয়ার বিষয় যা তাওবাকারীর সত্যতার উপর ইঙ্গিতবহ।

গুনাহটি যদি আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মাঝে হয় (হাক্কুল্লাহ বিষয়ক) তাহলে তিনটি শর্ত প্রণীধানযোগ্য :

1. গুনাহটি মূলোৎপাটিত করতে হবে।
2. কৃত গুনাহের প্রতি অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে।
3. ভবিষ্যতে পুনরায় এ ধরনের গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে।

গুনারটি যদি বান্দার সাথে বান্দার হক সংক্রান্ত হয় (হাক্কুল ইবাদ)তখন শর্ত হবে চারটি :

1. গুনাহটি মূলোৎপাটিত করতে হবে।
2. কৃত গুনাহের প্রতি অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে।
3. ভবিষ্যতে পুনরায় এ ধরনের গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে।
4. কোন ভাইয়ের সম্পদ হলে তা আদায় করা, অপবাদ হলে তা দূর করা অথবা ক্ষমা চাওয়া পরচর্চা জনিত হলে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া সাথে এ সকল গুনাহ হতে তাওবা করা।

তাওবাটি হতে হবে আল্লাহ তা'আলাকে রাজি খুশি করানোর উদ্দেশ্যে। যেমন হাদিসে বর্ণিত -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ،وابتغي به وجهه

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা খালেছ আমল কিংবা তাকে উদ্দেশ্য করা আমল ছাড়া কিছুই কবুল করেন না।" -[নাসায়ি: ৩১৪০]

- হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আন্তরিক তাওবা / তাওবা হল ছয়টি বিষয়ের সমষ্টি -
    1. নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া
    2. অনাদায়ী ফরজ অথবা ওয়াজিব ইবাদত সমূহ আদায় করা
    3. অন্যের সম্পত্তি অথবা অধিকার নষ্ট করে থাকলে তা ফেরত দেওয়া
    4. শারীরিক বা মৌখিকভাবে কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা চাওয়া।
    5. ভবিষ্যতে পাপ কাজ পরিত্যাগের দৃঢ় সংকল্প করা।
    6. আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা।
- **তাওবা এবং আল্লাহর রহমত :**

ইসলামী শরীয়ত মতে আন্তরিক তাওবা আল্লাহ গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন -

إنه هو التواب الرحيم

"নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।" -[সূরা বাকারা :৩৭]

কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ নিজেকে দয়ালু, মহানুভব ও ক্ষমাশীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ -

هو الله الذي لا اله الا هو ج عالم الغيب والشهادة ج هو الرحمن الرحيم

"তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য কে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।" -[সূরা হাশর :২২]

প্রত্যেক সূরার শুরুতে "পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।"আয়াতটির ব্যবহার এই সত্যকে আরো জোরালো করেছে। কোরআন এবং হাদিসের বর্ণনা মতে আল্লাহর সর্বব্যাপী রহমতে যেকোনো বড় গুনাহও (কবিরা গুনাহ) মাফ হতে পারে,শর্ত থাকে যে, গুনাহগার ব্যক্তি আন্তরিক তাওবা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন -

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না, এটা ছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।" -[সূরা নিসা :৪৮]

সুতরাং, ইসলামে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন -

قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ط ان الله يغفر الذنوب جميعا ط إنه هو الغفور الرحيم

"বলুন ;হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

-[সূরা যুমার :৫৩]

- **নামাজ, রোজা ও যাকাতের ওসিয়ত করে যাওয়া :**

পূর্বে আলোচিত তাফসিলি তাওবা এই যে, মানুষ নিজের পিছনে জীবনের হিসাব নিয়ে দেখবে যে, তার জিম্মায় আল্লাহর কিংবা বান্দার কোন হক ওয়াজিব আছে কিনা এবং সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব কিনা। যদি সম্ভব না হয় তবে শুধু তওবা করাই যথেষ্ট আর যদি সম্ভব হয় তবে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। উদাহরণ :

নামাজ আল্লাহর হক। তো হিসাব করে দেখতে হবে যে, আমার জিম্মায় কত ওয়াক্তের নামাজ কাযা আছে। সেগুলো আদায়ের চেষ্টা ফিকির করতে হবে। এর সহজ তরিকায় এই যে,

একটি খাতায় কাজা নামাজের সংখ্যা লিখে রাখতে হবে, সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলে সতর্কতার সাথে অনুমান করে লিখতে হবে। তারপর এটাও লিখতে হবে অমুক তারিখ হতে কাজা আদায় শুরু করলাম। প্রত্যেক ওয়াক্তিয়া নামাজের সাথে আমি এক ওয়াক্তের কাযা

নামাজ আদায় করছি। যদি সব নামাজ আদায় করার আগেই আমার মউত এসে যায় তাহলে আমি ওসিয়ত করছি, ওয়ারিশগণ যেন আমার সম্পত্তি থেকে বাকি নামাজের ফিদিয়া আদায় করে।

যদি ওসিয়াত করে না যায় তাহলে বহু সম্পদ রেখে গেলেও ওয়ারিসদের উপর ওই নামাজের ফিদিয়া আদায় করা ওয়াজিব হবে না। ওসিয়ত করে গেলেই শুধু ওয়াজিব হবে, সেটাও সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের ভিতরে, এর বাইরে ওসিয়ত কার্যকর হবে না।

যাকাত, রোজার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি।

তাওবা করার লাভ ও উপকারিতা :

- **তাওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হয়** :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

গুনাহ হতে তাওবাকারীর কোন গুনাহই থাকে না।

- **তাওবা গুনাহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেয় :**

আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেন,

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنٰت ط وكان الله غفورا رحيما

“কিন্তু যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে আল্লাহ তা’আলা এদের সকল পাপ রাশি নেকীতে রূপান্তর করে দেন।আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” -[সূরা ফুরকান :৭০]

- **তাওবা হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করে দেয় :**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت ذكرته سوداء في قلبه ،فإن تاب صقل قلبه ،وإن زاد زادت حتى يتسود قلبه قال :فذلك قول الله تعالى :كلا بل رنا قلوبهم ما كانوا يكسبون

গুনাহের কাজ করলে বান্দার অন্তরে একটি দাগ পড়ে।এরপর সে তাওবা করলে অন্তর স্বচ্ছ বা দাগমুক্ত হয়ে যায়। আর যদি সে আরো গুনাহ করতে থাকে তাহলে তার অন্তরে দাগ আরো বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে তার অন্তর কালো হয়ে যায়। -[তিরমিজি, ৩৩৩১

ইবনে মাজাহ, ৪২৪৪]

এটা আল্লাহর বাণীর প্রতিফলন। আল্লাহ এরশাদ করেন,

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

"কখনো নয়! বরং তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের অন্তরে জং ধরেছে।" -[সূরা মুতাফফিফীন:১৪]

- **তাওবা সুখী সুন্দর জীবনের গ্যারান্টি :**

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير

"আর তোমরা নিজেকে পালনকর্তার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর,অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবন ও প্রকরণ দান করবেন এবং তিনি অধিক আমলকারীকপ বেশি করে দিবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাকো, তবে আমি তোমাদের ওপর এক মহা দিবসের আজাবের আশংকা করছি।"

-[সূরা হুদ :০৩]

- **তাওবার রিজিক ও শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যম :**

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ভাষায় বিবৃত করলেন,

استغفروا ربكم إنه كان غفارا ،يرسل السماء عليكم مدرارا ،ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র ধারায় বৃষ্টির নহর ছেড়ে দেবেন। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন। তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী নালা প্রবাহিত করবেন।" -[সূরা নূহ: ১০-১২]

- **তাওবা দুনিয়া, আখিরাতে সফলতা অর্জনের মাধ্যম :**

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين

"যারা তাওবা করেন, ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে,তারা আশা করা যায়, সফলকাম হবে।"

-[সূরা কাসাস :৬৭]

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا

"পক্ষান্তরে যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে ও সৎ কর্ম করবে,তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।" -[সূরা মারিয়াম :৬০]

- **তাওবা দ্বারা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও মুহাব্বাত লাভ হয় :**

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

"আল্লাহ তা'আলা তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" -[সূরা বাকারা :২২২]

- **তাওবা দ্বারা জান্নাত লাভ হয় :**

يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ط عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار لا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ج نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ج إنك على كل شيء قدير

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো বিশুদ্ধ তাওবা, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত।" -[সূরা তাহরীম :০৮]

- **তাওবা দ্বারা দোয়া কবুল হয় :**

"আর সামুদ জাতির প্রতি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আবাদের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা করো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু নিকটে, সাড়া দানকারী।" -[সূরা হুদ :৬১]

- **তাওবার দ্বারা যাবতীয় বালা মুসিবত ও আল্লাহর আজাব দূর হয় :**

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون

"আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, তাদেরকে আজাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আজাব দানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে।" -[সূরা আনফাল:৩৩]

- **তাওবা কবুল হওয়ার আলামত :**

যখন কোন ব্যক্তি তাওবার যাবতীয় শর্ত পূরণ করে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে এবং গুনাহ মাফ চায়, তখন আল্লাহ অবশ্যই তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে যখন কোন ব্যক্তি তাওবা করে তার তাওবা কবুল হলো কিনা তার কিছু আলামত আছে -

- **তাওবাকারীর পরিবর্তন :**

তাওবা করার পর লোকটির মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন :সে পূর্বের তুলনায় অধিক নম্র-ভদ্র, নমনীয়, অধিক নেক আমল করা, খারাপ সঙ্গ পরিত্যাগ, ওলামায়ে কেরাম ও নেককার বান্দার সহবত, গুনাহ হতে দূরে থাকার চেষ্টা করে ইত্যাদি।

- **সর্বদা আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত:**

সর্বদা আল্লাহর পাকরা ও আজাবের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার অন্তরে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে। তার ভয় তখন দূর হয়, যখন মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাকে বলে,

ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون

"তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করোনা এবং সেই জান্নাতে সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমাদের যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে।" -[সূরা ফুসসিলাত:৩০]

- **পূর্বেকৃত অপরাধে সর্বদা লজ্জাবোধ :**

সে সর্বদা পূর্বেকৃত অপরাধে লজ্জাবোধ করতে থাকে এবং আফসোস করতে থাকে যে, হায়!এ অন্যায়টি আমি কেন করলাম! যদি না করতাম কতই না ভালো হতো!

- ভালো কাজের সংখ্যা বাড়তে থাকবে খারাপ কাজের সংখ্যা কমতে থাকবে এবং সে ব্যক্তি ওই অপরাধে আর জড়িত হবে না
- নেককার বান্দাদের সহবতে থাকার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে।
- দোয়া করা বা আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময় চোখে পানি আসা।

তাওবা কবুলের বিষয়টি পুরোপুরি আল্লাহর হাতে। বান্দা যখন কোন গুনাহের পর একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

তাওবার মূল বৈশিষ্ট্য :

তাওবার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাওবা করার সাথে সাথে সেই গুনাহ হতে ফিরে আসা এবং কখনো সেটি আর না করা।

কিছু সময় গুনাহসমূহ আল্লাহ অটোমেটিক মাফ করেন :

1. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাঝের পাপ
2. দুই রমজানের মাঝের পাপ
3. দুই জুমআর মাঝের পাপ
4. এক ওমরা থেকে আরেক ওমরা পর্যন্ত কৃত পাপ
5. হজ্জে মাবরুর করলে

হজ্জে মাবরুর হল,

মাবরুর শব্দটি আরবি শব্দ, যা বীররুন থেকে এসেছে। যার অর্থ -মানুষের প্রতি ভালো আচরণ, অন্যের প্রতি কর্তব্য পালন ও অন্যের অধিকার পূরণ। বিররুন এর বিপরীত ধর্মী তিনটি কাজ না করা -

1. কারো সাথে ঝগড়া না করা
2. অশালীন কাজ না করা
3. গুনাহ না করা

তাওবা ভেঙ্গে যাওয়া :

এ অবস্থা প্রায় প্রত্যেকের জীবনে দেখা দেয়। মানুষ পিছনের সমস্ত গুনাহ থেকে খাঁটি মনেই তওবা করে এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার বিষয়ে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে কিন্তু এক দুদিন

পরেই নফস ও শয়তানের প্ররোচনায় এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলায় সব সংকল্প ভেঙ্গে যায় এবং আবার গুনাহ করে বসে। প্রায় সবার ক্ষেত্রেই এ অবস্থা দেখা দেয়। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বারবার তাওবা ভেঙ্গে যায় বলে নিরাশ হয়ে চেষ্টা মেহনত ছেড়ে দেয়া যাবে না, বরং তখন নফসের মোকাবেলা এভাবে করতে হবে যে,যখনই তাওবা ভেঙ্গে যাবে আবার তাওবা করবে,আবার প্রতিজ্ঞা করবে। এভাবে ভাঙা গড়ার মুজাহাদা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জারি রাখতে হবে।

নিজেকে এবং নিজের ভিতরে বিদ্যমান নেকির শক্তিকে যদি বোঝানো যায় যে, যতবারই তুমি পরাস্ত হবে তোমার মধ্যে আরো শক্তি তৈরি হবে এবং নতুন বলে বলিয়ান হয়ে তুমি নফসের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে, তখন নফসের বিরুদ্ধে কিছু সময়ের জন্য হলেও তুমি লড়াই করতে পারবে, অন্তত আগের মত অত সহজে পরাজিত হবে না। তখন দেখা যাবে, প্রতিবারই তুমি আগের চেয়ে বেশী লড়াই করতে পারছ। এক সময় দেখা যাবে, নফস আমার ভেতরের নেকি ও কল্যাণের শক্তির কাছে দুই একবার পড়াস্ত হচ্ছে এবং তুমি জয়ী হচ্ছ।

এভাবে লড়তে লড়তে অবশেষে ইনশাআল্লাহ নেকীর জাজবা এত শক্তিশালী হবে যে নফস তার সম্মানে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবে।

তাওবা ভেঙ্গে গেছে বলে ভয় পাওয়া যাবেনা, নিরাশ হওয়া যাবেনা, আবার তওবা করতে হবে বারবার করতে হবে, এটাই এ রোগের চিকিৎসা। যদি ১০০ বার তাওবা ভাঙ্গে, তবুও আল্লাহ তার কাছে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেন। মৃত্যুর গরগড়া শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওবার দোয়ার খোলা আছে, তাই দুশ্চিন্তার কিছু নেই, বরং মেহনত জারি রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ সফলতা অর্জিত হবে।

প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা সম্পর্কে সন্দেহ: খটকা ও উৎকণ্ঠা তাওবার বিরোধী নয়

তাওবার প্রথম যে শর্ত, অর্থাৎ গুনাহের কারণে লজ্জিত ও শরমিন্দা হওয়া, এটাতো প্রায় প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই হয়ে থাকে।সামান্য ঈমান যার মনে আছে সে গুনাহ করলে অবশ্যই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

দ্বিতীয় শর্ত গোনাহ ছেড়ে দেওয়া, এর উপরও সাধারণত আমল হয়ে যায়। মানুষ গুনাহ করার পর কিছু সময়ের জন্য হলেও গুনাহ ছেড়ে দেয়।

তবে তৃতীয় শর্তটি সম্পর্কে মনে দ্বিধা সন্দেহ আসতে থাকে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে গোনাহ না করার যে প্রতিজ্ঞা সেটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হলো কিনা তা অনেক সময় বোঝা যায় না। কারণ, প্রতিজ্ঞা করার সময় মনের মধ্যে এই খটকা লেগে থাকে যে, তাওবা তো করছি কিন্তু কে জানে কতক্ষণেই তাবার উপর অবিচল থাকতে পারবো, কতটা সময় নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচাতে পারবো। মনের মধ্যে এই খটকা ও দ্বিধা থাকা অবস্থায় কি আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়? আর প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা সম্পর্কেই যখন দ্বিধা সন্দেহ তখন আর তাওবা পূর্ণ হলো কোথায়?

পাক্কা ও সত্যিকারের তাওবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জরুরি অবশ্যই। কিন্তু, এই উৎকণ্ঠা ও দ্বিধা সন্দেহ তাওবার পূর্ণতার পথে কোন বাধা নয়। যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা হয় তখন খটকা উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ই থাকবে এবং ইনশাআল্লাহ তাওবার মধ্যে কোন ক্রটি আসবে না।

উদাহরণ : একটি ভবন তৈরি করা হলো এবং মজবুত ও সুদৃঢ় করার যথেষ্ট চেষ্টা করা হলো, কিন্তু তা সত্বেও এই খটকা উৎকণ্ঠা লেগে থাকে যে, ভূমিকম্পে তা টিকবে তো। ধসে পড়বে না তো। এ ধরনের উৎকণ্ঠার মানে এই নয় যে, ভবনটি মজবুত হয়নি। মজবুত ঠিকই হয়েছে তবে উৎকণ্ঠাও ঠিক আছে। কারণ ভূমিকম্পে কত কিছুই তো ঘটে যায়। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু এ কারণে ভবনকে দুর্বল বলা যাবে না।

সোজা কথা ব্যক্তি গোনাহ না করার প্রতিজ্ঞা করবে, তারপর এই যে গোনাহ হয়ে যাবার আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা এটা তাওবার খেলাফ নয়।

- **তাওবার উপর অবিচলতা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে :**

তাওবা করার পর দিলে যে খটকা এবং দ্বিধা সংশয় আসে, এর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, আল্লাহর কাছে চাইতে হবে -

হে আল্লাহ! তাওবা তো করছি, কিন্তু আপনার তাওফীক ছাড়া তাওবার উপর অবিচল থাকার শক্তি তো আমার নেই, দয়া করে হে আল্লাহ আপনি আমাকে অবিচলতা দান করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন,

اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيء ،فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل

হে আল্লাহ আমাদের কলব আমাদের কপাল এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনারই কুদরতি হাতে, আমাদের আপনি কোন কিছুরই মালিক বানাননি, আমাদের সঙ্গে এই যখন আপনার আচরণ , তো আপনি আমাদের অভিভাবক হোন এবং আমাদের সোজা সরল পথে পরিচালিত করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো দোয়া করতেন,

اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك ،فأعطنا منها ما يرضيك عفا

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন সমস্ত বিষয়ের আদেশ করেছেন, আপনার তাওফিক ছাড়া যা পালন করার সাধ্য আমাদের নেই। সুতরাং, হে আল্লাহ! আমাদের তাই দান করুন যা আপনাকে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট করবে।

তো প্রথমে তাওবা করা, তারপরে মনের উদ্যোগ উৎকণ্ঠা যা আছে তা আল্লাহর কাছে সোপে দেয়া। তখন তিনিই আমাদের তাওবার উপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করবেন।

পাপ মোচন কারি কিছু আমল

কুরআন ও সুন্নাহ হতে নিঃসৃত পাপ মোচনকারী কিছু আমল,

- **সুন্দর ও যথাযথভাবে ওযু করা ও মসজিদে গমন করা :**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ,

ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ،ويرفع به الدرجات ؟إسباغ الوضوء عند المكاره ،وكثرة الخطا إلى المساجد ،وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فذلكم الرباط.فذلكم الرباط.

“আমি তোমাদের কি এমন আমলের কথা বলবো না, যার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে মর্যাদা বৃদ্ধি হবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কেন নয় বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, কঠিন অবস্থায় সুন্দর রূপে ওযু করা , ঘনঘন মসজিদে গমন করা,এক নামাজের পর আরেক নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকা, এটাই হচ্ছে সীমানাপ্রহরা, এটাই হচ্ছে সীমানাপ্রহরা, এটাই হচ্ছে সীমানাপ্রহরা।” -[মুয়াত্তা মালেক :৫৫৭]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أتاني ربي في أحسن صورة ،فقال :يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟قلت :نعم في الدرجات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات ،وإسباغ الوضوء في المكروهات ،وانتظار الصلاة بعد الصلاة ،ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير ،وكان من ذنوبك كيوم ولدته أمه

"রাতে আমার প্রভু আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর অবয়বে এসে বললেন, হে মোহাম্মদ! জানেন! ঊর্ধলোকে কি বিষয়ে বাদানুবাদ চলছে? বললাম, হ্যাঁ, জানি। কাফফারা ও মর্যাদা বৃদ্ধি নিয়ে, জামাতে নামাজ পড়ার পদক্ষেপ নিয়ে, কঠিন সময় সুন্দর রূপে অজু করা নিয়ে এবং এক নামাজের পর আরেক নামাজের জন্য অপেক্ষা বিষয়ে। যেগুলো সংরক্ষণ করবে সে কল্যাণে থাকবে ও কল্যাণের সাথে মারা যাবে। আর সেগুনা থেকে মায়ের জন্ম দেওয়া দিনের মতো নিষ্পাপ হবে।" -[তিরমিজি :৩২৩৪]

- **আরাফাত ও আশুরার দিনে রোজা রাখা :**

রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন,

َصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّر

ُالسَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وَصِيَام

يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي

"আরাফার দিনে রোজা, আমি মনে করি আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা এক বছর আগের ও এক বছর পেছনের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর আশুরার রোজা আমি মনে করি যে, আল্লাহ তায়ালা এক বছর পেছনের গুনা মাফ করে দেবেন।" -[মুসলিম :১৯৬]

- **রমজান মাসে কিয়ামুল লাইল করা :**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، كُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে লোক ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে রমজান মাসে কি আমল লাইন করবে তার পেছনে সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" -[বুখারী :২০১৪]

- **কবুল হজ :**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ حَجَّ اللَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ امه

যে লোক হজ করল কিন্তু অশ্লীল বাক্য ব্যয় ও নাফরমানী করল না।মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ দ্বীনের ন্যায় সে নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরবে। -[বুখারী :৮৯৬]

তিনি আরো বলেন,

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

কবুল হজের বিনিময়ে জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়। -[বুখারী :১৭৭৩]

- **কৃত গোনাহের মোকাবেলায় নেক কাজ করা :**

আল্লাহ বলেন,

ان الحسنات يذهبن السيئات

"নিশ্চয়ই নেক কাজগুলো গুনাহকে দূরীভূত করে দেয়।"-[সূরা হুদ :১১৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরন কালে ওসিয়ত করে বলেন,

اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَ اتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَة تمعُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَبٍ

"যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো,কখনো কোনো অসৎ কাজ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ একটি নেক কাজ করে ফেলো, তাহলে ওই অসৎ কাজটি আমলনামা থেকে মুছে যাবে। মানুষের সাথে সদাচারের সাথে মেলামেশা করো।" -[তিরমিজি :১৯৮৭]

- **সালাম ও সুন্দর কথা বিনিময় করা:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"সালাম ও উত্তম বাক্য বিনিময় হচ্ছে মাগফিরাত বা ক্ষমা অবধারিত করার অন্যতম মাধ্যম।"

- **ঋণগ্রস্থ কে সময় দেওয়া :**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"ব্যবসায়ী মানুষের কাছে ঋণ দিত, যখনি সে কোন ঋণ দাতা কে অভাবগ্রস্ত দেখত তখনই তার লোকদেরকে বলতো, তাকে একটু সুযোগ দাও। হয়তো আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করবেন। পরে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেছিলেন।"

- **পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুম'আ ও রমজানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা :**

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمْعَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَ رَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرِ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ, এক রমজান থেকে আরেক রমজানের মাঝে কবিরা গুনাহ পরিহার করলে এর মধ্যকার সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

-[মুসলিম :১৬]

- **নামাজের অজু করা :**

হাদিসে এসেছে, উসমান ইবনু আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি সকলকে রাসুল (সা) এর ওজু করে দেখাচ্ছিলেন। ওযু শেষে তিনি বললেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই ওজুর মত অজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়বে যেই নামাজের মাঝে নিজের বিষয়ের কোন কথা বলবে না, তার পেছনে যে সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। -[বুখারী:১৫৯]

- **পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় :**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আচ্ছা! যদি তোমাদের কারো ঘরের সামনে একটি নদী থাকে আর তোমাদের কেউ যদি সেই নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে কি? তারা বললেন, না,কোন ময়লা থাকতে পারেনা। তিনি বললেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে এর সাথে তুলনা করে নাও।এর দ্বারা আল্লাহ গুনাহ ধুয়ে দেন।" -[বুখারী :৫২৮]

ছোট ছোট গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক হোন :

সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

তোমরা ছোট ছোট গুনাহ থেকেও সতর্ক থেকো। ছোট গুনাহের দৃষ্টান্ত হলো একদল মুসাফিরের ন্যায় যারা কোন এক উপত্যকায় অবতরণ করে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। তারা

একটা দুইটা করে কাঠের টুকরা জমা করতে করতে এত পরিমাণ কাঠ জমা করল যে, এগুলো দ্বারা তাদের রুটি পাকানো হয়ে গেল। ছোট ছোট গুনাহও এই ধরনের। পাপীকে ছোট ছোট গুনাহের কারনেও জবাবদিহি করা হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

-[মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৩১ তাবারানি,আল মুযামুল কাবির :৫৮৭২] [তাওবা :ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা, ইমাম ইবনু আব্দিদ দুনিয়া (রহ)]

- **সিলমোহর :**

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "সিলমোহর আরশের খুটির সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যদি কেউ শ্লীলতাহানী করে কিংবা আল্লাহ তাআলার সাথে ধৃষ্টতা দেখায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা সীলমোহরকে প্রেরণ করেন। সিলমোহর ওই ব্যক্তির অন্তরে সিল লাগিয়ে দেয়। এর ফলে সে কোন কিছুই অনুধাবন করতে পারেনা।"

-[বায়হাকি,শুয়াবুল ইমান :৫/৪৪৪]

পাপ অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দেয় :

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমল ছয় প্রকার -

1. এক গুণ প্রতিদান বিশিষ্ট আমল।
2. দ্বিগুন প্রতিদান বিশিষ্ট আমল।
3. দশগুণ প্রতিদান বিশিষ্ট আমল।
4. সাতশ গুণ প্রতিদান বিশিষ্ট আমল।
5. জান্নাত নিশ্চিতকারী আমল।
6. জাহান্নাম নিশ্চিতকারী আমল।

বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক গুণ প্রতিদান বিশিষ্ট আমলের উদাহরণ -কোন ব্যক্তি সৎ আমল করার সংকল্প করল কিন্তু তা সম্পাদন করলো না, তাহলে সে একগুণ সওয়াব লাভ করবে।

দ্বিগুণ প্রতিদান বিশিষ্ট আমলের উদাহরণ- কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করল, তা বাস্তবে রূপ দিল না এজন্যে ওই ব্যক্তির উপর কোন গুনাহ লেখা হবে না অর্থাৎ

একজন সওয়াব হলো গুনাহ না লেখা, আরেক গুণ হলো খারাপ ইচ্ছা থেকে বিরত থাকার পুরস্কার।

দশগুণ প্রতিদান বিশিষ্ট আমলের উদাহরণ - কোন ব্যক্তি যদি সৎ আমলের ইচ্ছা পোষণের পর তা সম্পাদন করে, তবে তার আমলের প্রতিদান দশ গুণ বৃদ্ধি লাভ করে।

সাতশ গুণ প্রতিদান বিশিষ্ট আমলের উদাহরণ - কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে তার প্রতিদান ৭০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। কিচ্ছু আমলের মাধ্যমে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় আর কিছু আমলের দ্বারা জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

-[হায়সামি, মাজমাউজ জাওয়াউদ:৯/৩৮৭]

- **চারটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ :**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসবুদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সবচেয়ে বড় পাপ হলো চারটি,

1. আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করা
2. আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া
3. আল্লাহর কৌশল হতে আশঙ্কা মুক্ত হওয়া
4. আল্লাহর অনুগ্রহ হতে হতাশ হওয়া।

-[আব্দুর রাজ্জাক :১৯৭০১,তাবারানি, আল মুযামুল কাবীর :৮৭৮৩]

গুনাহ ও পাপাচারের শ্রেণীবিন্যাস:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, পাপ চার প্রকার। তার মধ্যে দুই প্রকার ক্ষমাযোগ্য ও দুই প্রকার ক্ষমার অযোগ্য। ক্ষমাযোগ্য পাপ -

- কেউ যদি ভুলবশত গুনাহ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহর নিজ অনুগ্রহে ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به

“আর তোমরা যা ভুলে করবে সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।” -[সূরা আহযাব :৫]

- কোন ব্যক্তি পাপ কাজ করলো। এরপর পাপের ভয়াবহতা জেনে ওই ব্যক্তি তাওবা করল এবং অনুশোচনা করলো। আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের পাপীকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তিনি কোরআনে বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنْ من ربهم وجنت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

"আর তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের প্রতি অবিচার করে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা জেনে-বুঝে তাদের কৃতকর্মের পুনরাবৃত্তি করে না। ওইসব লোকের প্রতিদান হলো, তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদ-নদী, যেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম!"

-[সূরা আল ইমরান :১৩৫-১৩৬]

ক্ষমার অযোগ্য পাপ :

- যে ব্যক্তি পাপের ভয়াবহতা জেনেও অবিরত পাপ করতে থাকে এবং আল্লাহর নিকট তওবা করে না। আর তাওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন না। এবং পাপী ব্যাক্তি যদি পাপের ক্ষমা না চায়, তবে আল্লাহ্ তাআলা তা মাফ করেন না।
- এমন ব্যক্তি, যার সামনে তার পাপাচারকে সুশোভিত করা হয়েছে। ফলে সে তার মন্দ কাজ কেউ সুন্দররূপে দেখতে পায়।উম্মতের অধিকাংশ লোক এ কারণে ধ্বংস হয়।

- **কর্মের দ্বারা তাওবা :**

আলী ইবনুল হুসাইন বলেন,

প্রকৃত তাওবাহ্ হলো, আমলের মাধ্যমে তাওবা করা এবং তাওবাকৃত বিষয় থেকে ফিরে আসা। শুধু মুখে মুখে তাওবা করার নাম প্রকৃত তাওবা নয়।

ইমাম আওজারী (রহ) বলেন,

গুনাহকে তুচ্ছ মনে করাও কবিরা গুনাহ।

- **গুনাহের কথা স্মরণ হলে :**

আহমদ আবিল হাওয়ারি বলেন, আমি আবু সুলাইমান দায়ানিকে বলতে শুনেছি,

গুনাহের কথা স্মরণ হলে আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করি না, বরং আমি বলি আমি যেন তাওবা করার পূর্ব পর্যন্ত বেঁচে থাকি ।

-[আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৯/২৬৪]

কিভাবে তোমার গুনাহ মাফ করাবে?

আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার নিকট যে ব্যক্তিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন,আমি তাদের সকলকে এই মর্মে শপথ করতে বলেছি যে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তবে কেবলমাত্র আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছাড়া । তার নিকট থেকে শপথ ছাড়াই গ্রহণের কারণ হলো, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يُذنبُ ذَنْبًا فَيُحْسِن الطهور

ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصلِي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله اللَّه الا غَفَرَ الله له

কোন বান্দা যদি কোন গুনাহ করে ফেলে, অতঃপর গুনাহের কথা স্মরণ করে দাঁড়িয়ে যায় এবং অজু করে নেয়। তারপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করে ওই গুনাহ থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। -[আবু দাউদ :১৫২১]

তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য :

আওন ইবনে আব্দিল্লাহ বলেন,

“তাওবাকারীদের অনুশোচনার মাত্রা অনুযায়ী গুনাহ তাদের চোখের সামনে (ভাসতে) থাকে। তাওবা কারি যখন নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে,তখন তার চোখ পৃথিবীর আর কিছুর ওপর স্থির হয় না। তিনি আরো বলতে থাকেন, তাওবা করি খুব দ্রুতই চোখের পানি ঝরায় এবং তার অন্তর থাকে সবচেয়ে বেশি কোমল।” -[হিলইয়াতুল আাওলিয়া ৪/২৫১]

- **গুনাহ যখন বান্দার উপকার করে :**

আওন ইবনে আব্দিল্লাহ বলেন,

“গুনাহের চিন্তাভাবনা, গুনাহ করার প্রতি কুমন্ত্রণা দেয়। পক্ষান্তরে, গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত হওয়া, তওবার দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। বান্দা একাগ্রতার সাথে নিজের অপরাধ সংশোধন করে নিতে থাকলে, গুনাহই কিছু কিছু সৎ আমল থেকে বেশি উপকারী হয়ে যায়।”

-[আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/২৫১]

সালাতে তাওবার উপকারিতা :

হযরত থানবি (রহ) বলেন,

গোনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে দুই রাকাত সালাতে তাওবা পড়ো, তারপর তাওবা করো।এতে প্রথম ফায়দা এই যে,

ان الحسنت يذهبن السيئات

“নেক আমল সমূহ বদ আমল সমূহকে মুছে দেয়।”

দ্বিতীয় ফায়দা,

নামাজের পর তাওবা করার সময় দিল হাজির ও একাগ্র থাকবে, আর তা বা কবুল হবার জন্য দ্বীনের একাগ্রতা /হুজুরে কালব জরুরী।

তৃতীয় ফায়দা,

যেহেতু নামাজ পড়া নফসের জন্য কঠিন সেতু নফসগণা করতে ভয় পাবে, এমনকি শয়তানও তাকে দিয়ে গুনাহ করাতে ভয় পাবে। কারণ শয়তান ভাববে, আমি দশটি গুনাহ করাব, আর সে ২০ রাকাত নামাজ পড়বে। গুনাহ তোর তাওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে, মাঝখানে তার আমলনামায় ২০ রাকাতের লাভ জমা হবে। -[আনফাসে ইসা,পৃষ্ঠা ১৯৬]

আল্লাহ তাআলা যেন এই আমল করার তৌফিক দান করেন এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থেকে জীবনযাপন করার তাওফিক দান করেন, আমিন।

- **ইস্তিগফার (استغفر) :**
- **শাব্দিক অর্থ :**

ইস্তিগফার শব্দের অর্থ ক্ষমা চাওয়া, আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া ইত্যাদি।

মাগফিরাত শব্দের অর্থ কাউকে গুনাহের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা।

- **পারিভাষিক অর্থ :**

ইস্তিগফার অর্থ আল্লাহ তাআলার নিকট নিজ গুনাহ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেন আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেন এবং উক্ত গুনাহের জন্য শাস্তির সম্মুখীন না করেন। চাইতা কোনো তিরস্কার ছাড়াই সমূলে ক্ষমা করে দিয়ে হোক অথবা কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে বান্দাহের স্বীকারোক্তি আদায় করেই হোক।

ইস্তিগফারের মূল অক্ষর غ-ف-ر গাফরু বা গুফরানুন। এই মূল শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত শব্দ কোরআনুল কারিমের ২০২ আয়াতে মোট ২৩৪ বার মহান রব ব্যবহার করেছেন। এই আয়াতে কারিমা গুলোকে মহান রব কোথাও ইস্তেকফার করার জন্য বান্দাকে নির্দেশ করে দিয়েছেন,কোথাও ইস্তিগফারের গুরুত্ব,উপকারিতা আলোচনা করেছেন, পাপ মোচনকারী রূপে নিজের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মহান রব গাফিরুজ্জানাব গুনাহ ক্ষমাকারী এর ব্যাখ্যায় ইমাম গাজ্জালী (রহ)বলেন, গাফফার এমন এক সত্তার নাম যিনি সুন্দরকে প্রকাশ করেন, মন্দ ও অসুন্দরকে ঢেকে দেন। পাপ সেই মন্দ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, পার্থিব জীবনে পর্দা ঝুলিয়ে আল্লাহ তা ঢেকে দেন এবং পরকালে তার শাস্তি ক্ষমা করে দেন। ইমাম খাত্তাবী বলেন, গাফফার এমন এক সত্তা যিনি বারবার বান্দার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। বান্দা যতবার গুনাহ করে তওবা করে, আল্লাহ ততবার পাপ ক্ষমা করতে থাকেন। গাছটার সেই মাবুদের নাম যিনি তাঁর বান্দার পাপসমূহ ঢেকে দেন এবং তার উপর তাঁর দয়ার চাদর আবৃত করে দেন।

কিন্তু বিষয় হল, আমাদের ইস্তিগফারের মধ্যে মনের আকুতি, পাপের অনুতাপ, লজ্জা, প্রভুর শান ও মানের ভয়, ভালোবাসা অনুপস্থিত থাকে। রাবেয়া বসরি(র) এর সামনে এক নওজোয়ান ইস্তিগফার পড়ছিল । তার চেহারায় মওলার ভয় পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, ইস্তিগফারের দিকে তার মন নিলিপ্ত ছিল। তখন রাবেয়া বসরি (র)বলেছিলেন, আমাদের ইস্তেগফারও ইস্তিগফারের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, ইস্তিগফারেরও ইস্তিগফার প্রয়োজন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন,

“ইস্তিগফার হলো আল্লাহর দরবারে পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ এবং পাপ গোপন রাখার প্রার্থনা।” -[মাজমুউ ফাতাওয়া : ১০/১৮৫]

পবিত্র কুরআনে ইস্তিগফার শব্দটি ব্যবহার যেসব অর্থে হয়েছে :

1. **ইসলামের অর্থে :**

তাফসির বিদ, মুজাহিদ ও ইকরিমাহ রহিমাহুল্লাহ এর মতে ইস্তিগফার শব্দটি কখনো কখনো ইসলামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তারা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وما كان الله ليعذبكم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون

“তুমি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তি দিবেন না। তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা মুসলমান থাকে।” -[সূরা আনফাল :৩৩]

2. **দোয়ার অর্থে :**

কখনো কখনো ইস্তিগফার শব্দটি দুয়ার অর্থেও ব্যবহারিত হয় যে দোয়ায় আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা রয়েছে, সেটিই ইস্তিগফার। তবে ইস্তিগফার কখনো দোয়া হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে, যখন তামা মৌখিক না হয়ে শুধুমাত্র কর্মগত হয়। তেমনিভাবে আবার কখনো দোয়াটিও ইস্তিগফারহিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে,যখন তাতে আল্লাহ তাআলার নিকট কোন ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা না থাকে।

3. **তাওবার অর্থে :**

ইস্তিগফার শব্দটি আবার কখনো কখনো তাওবার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর তখনই অনেকে তাওবাও ইস্তেগফারকে একই মনে করে থাকেন, অথচ কুরআন ও হাদিস সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তাওবা ও ইস্তিগফার শব্দদয়ের প্রত্যেকটি একাকী ব্যবহৃত হলে একটি অপরটিকে বুঝায়। তবে উভয়টি একত্রে ব্যবহারিত হলে,এর প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহারিত হয়। তখন ইস্তিগফারশব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজের পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট মুক্তি কামনা করার অর্থে। আর তাওবা শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজ সকল অবৈধ কর্মকান্ড থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার

কল্যানময় বিধানের দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট মুক্তি কামনা করার অর্থে।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ) বলেন, ইস্তিগফারশব্দটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। কখনো তা একাকী। আবার কখনো তাওবা শব্দটির সাথে একত্রে মিলিত হয়ে। একা ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ,

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

“নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছি, তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন।” -[সূরা নূহ :১০ -১১]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون

“কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো না,তাহলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহভাজন হতে পারবে।” -[সূরা নামল :৪৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

“তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।” -[সূরা বাকারা :১৯৯]

তাওবার সাথে মিলিত হয়ে একত্রে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত—

আল্লাহ বলেন,

وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت الذي فضل فضله

“আর এজন্য যে তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তার নিকট ফিরে যাও। যার ফলে তিনি তোমাদেরকে একটি সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সম্ভোগের সুযোগ দিবেন এবং প্রত্যেক আমলকারীকে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।” -[সূরা হুদ :৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين

হুদ আলাইহিস সাল্লাম একদা নিজ সাম্প্রদায় কে বললেন :তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তার নিকট ফিরে যাও। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি আরো বাড়িয়ে দিবেন। তবে তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। -[সূরা হুদ :৫২]

তিনি আরো বলেন,

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب

সালেহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা নিজ সম্প্রদায় কে বলেন :তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়ে তা আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতি নিকটে এবং প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা গ্রহণকারী। -[সূরা হুদ: ৬১]

তিনি আরো বলেন,

واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود

শুয়াইব আলাইহিস সালাম একদা নিজ সম্প্রদায় কে বলেন :তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তার নিকট ফিরে যাও। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়ালু, অতি স্নেহময়। -[সূরা হুদ :৯০]

অতএব ইস্তিগফারশব্দটি যখন একাকী ব্যবহৃত হয় তখন তা তাওবার অর্থই বহন করে। বরং তা তাওবাই বটে। তবে তাতে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তথা বান্দা এর গুনাহ গুলো মুছে ফেলা এবং তাকে তার প্রতিক্রিয়া ও অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার বাসনাও বিদ্যমান। মূলত ইস্তিগফারমানে শুধু বান্দা এর গুনাহ গুলো লুকিয়ে রাখা নয়। কারণ, আল্লাহ ক্ষমা করার মন-মানসিকতা ছাড়াও কারো কারো গুনাহ লুকিয়ে রাখেন। তবে ক্ষমার মধ্যে লুকিয়ে রাখার অর্থ আংশিকভাবে হলেও বিদ্যমান। অতএব ইস্তিগফারশব্দটির মধ্যে গুনাহের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। যা তার মূল অর্থ।

আল্লাহ তার নিকট কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে শাস্তি দিবেন না। তবে কেউ গুনাহের ওপর স্থির থাকা অবস্থায় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে আজাব থেকে রক্ষা করবেন না। কারণ, তা সার্বিক অর্থে ইস্তিগফারহয়নি। সুতরাং বোঝা যায়, ইস্তিগফারশব্দটি একাকী ব্যবহৃত হলে তা তাওবার অর্থ বহন করে। তেমনিভাবে তাওবা শব্দটিও একাকী ব্যবহারিত হলে তা ইস্তিগফারের অর্থও বহন করবে। তবে উভয় শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হলে ইস্তিগফারঅর্থ নিজের পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করা। আর তাওবা অর্থ নিজ সকল অবৈধ কর্মকান্ড থেকে বের হয়ে আল্লাহর কল্যাণময় বিধানের দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করা বোঝাবে।

- **ইস্তিগফারবিহীন আমলনামা :**

সালিম ইবনু গিয়াস আতিকি বলেন, আমি বকর ইবনু আব্দিল্লাহ মুজানিকে বলতে শুনেছি,

আদম সন্তানের আমল যখন উঠানো হয় তখন যদি তার আমলের খাতায় ইস্তিগফার থাকে, তাহলে তা উজ্জ্বল রূপে উত্থিত হয়। আর যদি তাতে ইস্তিগফার না থাকে তাহলে তা কুশ্রী রূপে উত্থিত হয়। -[ইবনুল জাওযি,জামমুল হাওয়া :১৭৪]

ইস্তিগফারের হুকুম :

- স্বাভাবিকভাবে ইস্তিগফার করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

“তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

-[সূরা মুযযাম্মিল:২০]

উক্ত আয়াতে, ইস্তেগফারের নির্দেশ থেকে তা মুস্তাহাব হওয়া বোঝায়। কারণ, ইস্তিগফার কখনো গুনাহ ছাড়াও হতে পারে। কেউ যেমন নিজের জন্য ইস্তিগফার করতে পারে তা তেমনিভাবে করতে পারে নিজ পিতা মাতা, সন্তান, পূর্ববর্তী মমিন মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য।

- কখনো কখনো ওয়াজিবও হতে পারে।যেমন,

গুনাহ করার পর ইস্তেগফার, এমনিভাবে যার গীবত অন্যের সম্মুখে চর্চা হয়েছে তার জন্য ইস্তেগফার।

- কখনো কখনো ইস্তিগফার মাকরুহও হতে পারে। যেমন,

সদ্য মৃত কোন লাশের পাশে বসে তার জন্য ইস্তিগফারকরা। যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনোভাবেই বর্ণিত নয়। তবে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তার জানাজার নামাজে অথবা দাফনের শেষে ইস্তিগফারকরা যেতে পারে।

- আবার কখনো কখনো ইস্তেগফার করা হারামও হতে পারে।যেমন,

কোন কাফিরের জন্য ইস্তেগফার। যদিও সে ইস্তেগফারকারীর নিকট আত্মীয় হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرا منه إن إبراهيم لأواه حليم

কোন নবী বা ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য এটি জায়েজ নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয় স্বজন হোক না কেন। যখন তারা সুস্পষ্টভাবে একথা জানে যে, নিশ্চয়ই ওরা জাহান্নামী। তবে ইব্রাহিম আঃ এর ইস্তিগফার যা তার পিতার জন্য করা হয়েছিল, তা ছিল শুধু একটি ওয়াদার ভিত্তিতেই যা সে একদা তার পিতার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহর একান্ত শত্রু, তখন সে তার জন্য ইস্তিগফারকরা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হলো। নিশ্চয়ই ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, অত্যন্ত সহনশীল।-[সূরা তাওবা :১১৩-১১৪]

আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা নাই করো উভয়টিই তাদের জন্য সমান। কারণ, আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। -[সূরা মুনাফিকুন :৬]

হাদিসে বর্ণিত কিছু ইস্তিগফার:

- استغفر الله — আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। -(মুসলিম :১৩৬২]
- ربي اغفر لي وتب علي إنك انت التواب الرحيم

হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, একান্ত দয়ালু। -[আবু দাউদ :১৫১৮, তিরমিজি :৩৪৩৪]

- استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চির সংরক্ষক। আর আমি তার নিকট তাওবা করছি। -[আবু দাউদ :১৫১৯, তিরমিজি :৩৫৭৭]

- سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه

আমি আল্লাহর সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করছি। উপরন্তু তার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবা করছি। -[মুসলিম :১১১৬]

- اللهم اغفر لي — হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। -[বুখারী :১১৫৪]
- استغفر الله الذي لا اله الا هو اتوب اليه

আমি সে সত্যার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁর নিকট তাওবা করছি। -[তাবারানী /কাবির :৪৫৩৭ তাবারানী /আওসাত্ব:৭৭১৭]

- غفرانك —(হে প্রভু!) আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। -[ইবনে আবী শাইবাহ:৩০৪১৫ বাইহাকী /শুয়াবুল ঈমান :৬৭০৮]
- ربي اغفر لي ولوالدي —হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন। -[সূরা নূহ:২৮]
- সাইয়েদুল ইস্তিগফার-

اللهم أنت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت

হে আল্লাহ তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম । আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে বানা চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছো তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।-[বুখারী :৬৩০৬ আবু দাউদ :৫০৭২ তিরমিজি :৩৩৯৩]

- সকল মুমিনের জন্য ইস্তেগফার,

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم

“হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকেও আমাদের ভাইদের কে ক্ষমা করুন যারা ইতিপূর্বে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর আপনি আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারে কোন হিংসা ও বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি অতি করুনাময়, অত্যন্ত দয়ালু।” -[সূরা হাশর :১০]

দোয়া ও ইস্তেগফারের সময়, “আপনি চাইলে” এরকম শব্দ বলা যাবে না। কারণ, তা আল্লাহর সাথে একান্ত বেয়াদবি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

٤ - لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فإنَّه لا مُكْرِهَ له.

তোমাদের কেউ এমন বলবে না :হে আল্লাহ!আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে দয়া করুন। বরং যা চাবে দৃঢ়ভাবে চাইবে। কারণ, আল্লাহকে কোন কাজে বাধ্য করবে এমন কেউ নেই। (যখন তিনি একেবারেই স্বাধীন, তখন তিনি যা চাবেন করতে পারবেন।) -[বুখারী :৬৩৩৯ মুসলিম :৬৯৮৯ আবু দাউদ :১৪১৫ ইবনু মাজাহ :৩৮৫৪]

ইস্তেগফারের ধরন সমূহ :

কুরআন ও সহিহ হাদিসে ইস্তেগফারের দুইটি ধরণ পাওয়া যায়,

- **ব্যাপক ইস্তিগফার:**

যার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করতেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

“আমরা একই বৈঠকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর মুখ থেকে ১০০ বার গুনতে পারতাম। তিনি বলতেন :হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবা গ্রহন করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল।”

-[আবু দাউদ :১৫১৬

তিরমিজি : ৩৪৩৪]

তাই একজন মুসলমানের এমন অভ্যাস হওয়া উচিত যে, সে সকাল সন্ধ্যা, একাকী জনসম্মুখে তথা সর্বদা ইস্তিগফারকরবে।

- **নির্দিষ্ট সময়ের ইস্তিগফার:**

যা ক্ষেত্র ভেদে নির্দিষ্ট শব্দ ও সংখ্যায় করতে হয়। কোরআন ও সহীহ হাদীসে দেখা যায় কিছু কিছু ইবাদাত, সময় ও স্থান রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট শব্দে ইস্তিগফারকরতে হয়।

- **ইবাদতের ক্ষেত্রে ইস্তিগফার:**

ফিক্বহ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কোরআন ও সহিহ হাদিসে কয়েকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে ইস্তিগফারবর্ণিত,

- **পবিত্রতার ক্ষেত্রে ইস্তিগফার:**

1. টয়লেট থেকে বের হবার পর ইস্তিগফার:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম টয়লেট থেকে বের হতেন তখন তিনি বলতেন,

غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সংস্থা প্রশংসা সেই আল্লাহর, জিনে কষ্টকর জিনিস আমার থেকে বের করিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। -[ইবনে মাজাহ :৩০১]

2. অজুর পর ইস্তিগফার:

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من توضا فقال :سبحانك اللهم وبحمدك ،اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طبع الله عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر يوم القيامة

যে ব্যক্তি অযু শেষ করে বলল :হে আল্লাহ! আমি আপনার সব প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহ তা'আলা তা বিশেষ মোহর মেরে নেন। অতঃপর আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে ঠিক আরশের নিচে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যা কেয়ামত পর্যন্ত আর খোলা বা ভাঙ্গা হয় না । -[নাসারিয়া আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ হাদী :৯৮৩১]

নামাজের ক্ষেত্রে ইস্তিগফার:

I. মসজিদে প্রবেশ ও বের হবার সময় ইস্তিগফারকরা :

ফাতেমার জন্য হুতায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

- ٢كانَ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا دخلَ المسجِدَ يقولُ بِسمِ اللَّهِ والسَّلامُ على رسولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغفِر لي ذُنوبي وافتَح لي أبوابَ رحمتِكَ وإذا خرجَ قالَ بسمِ اللَّهِ والسَّلامُ على رسولِ اللَّهِ اللَّهمَّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابَ فضلِكَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: আমি আল্লাহর নামে মসজিদে প্রবেশ করছি। সালাম বর্ষিত হোক তার রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা গুলো খুলে দিন। আর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন :আমি আল্লাহর নামে মসজিদ থেকে বের হচ্ছি। সালাম বর্ষিত হোক তার রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজা খুলে দিন।

-[আহমাদ :২৬৪৫৯,২৬৪৬০,২৬৪৬২ তিরমিজি :৩১৫,ইবনে মাজাহ:৭৭১]

II. নামাজের শুরুতে ইস্তিগফার:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর ও কিরাতের মাঝে একটু থামতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসুল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আপনি তাকবীর ও কিরাতের মাঝখানে একটু চুপ থাকেন। তখন আপনি কি বলেন? তিনি বললেন,

يقولُ بعدَ التكبيرِ: اللهمَّ باعدْ بيني وبين خطاياي، كما باعدتَ بين المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ اغسِلْني من خطاياي بالماءِ والثلجِ والبرَدِ، اللهمَّ نقِّني من الذنوبِ والخطايا، كما ينقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس

আমি তখন বলি :হে আল্লাহ! আপনি আমি ও আমার গুনাহের মাঝে এতটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যতটুকু দূরত্ব বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কোথা থেকে এমন ভাবে পরিষ্কার করুন, যেমনি ভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড় কে ময়লা থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহগুলোকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে একেবারেই ধুয়ে ফেলুন। -[বুখারী :৬৩০৭মুসলিম: ২৭০২]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যখন রাতের নামাজ শুরু করতেন, তখন দশ বার ‘আল্লাহু আকবার’, দশবার ‘সুবহানআল্লাহ’,দশবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’, দশবার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’,১০০ বার ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ পড়তেন । এর পর বলতেন,

اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ،بالله من ضيق المقام يوم القيامة

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হেদায়েত দিন। রিজিক দিন এবং সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। আমি কেয়ামতের দিনের সংকটময় অবস্থা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি। -[নাসায়ি :১৫৯১ আবু দাউদ :৭৬৬ ইবনু মাজাহ :১৩৫৬]

III. নামাজের মাঝে ইস্তিগফার:

রুকু সিজদায় ইস্তিগফারকরা,

আয়েশা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকু সিজদায় নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশি বেশি পড়তেন,

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমি আপনার সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

اللهم اغفر لي ذنبي كله ،دقه وجله ،وأوله وآخره ،وعلى نيته وسره

হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট বড় , আগের পরের ও প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করুন। -[মুসলিম :৮৮৩]

IV. দুই সিজদাহের মধ্যকার ইস্তিগফার:

হুজাইফা বিন ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাজ পড়ার সময় বলতে শুনেছেন,

ربي اغفر لي ربي اغفر لي

হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

-[আবু দাউদ :৮৭৪ নাসায়ী:১০৬৯,১১৪৫, ১৬৬৫ ইবনু মাজাহ :৮৯৭]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদাহের মাঝে বলতেন,

اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, আমার ঘাটতিগুলোকে পূর্ণ করে দিন। আমাকে হিদায়েত দিন। আমাকে রিজিক দিন। -[তিরমিজি :২৮৪ আবু দাউদ:৮৫০ ইবনে মাজাহ:৩৮৪৫]

V. নামাজের সালামের আগে ইস্তিগফার:

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে উদ্দেশ্য করে একদা বলেন, হে রাসূল! আপনি আমাকে এমন দোয়া শিক্ষা দিন যা আমি আমার নামাজে

পড়তে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন :তুমি বলো -

اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করে ফেলেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব আপনি নিজের দয়ায় আমাকে ক্ষমা ও মেহেরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। -[বুখারী :৮৩৪,৬৩২৬,৭৩৮৭

মুসলিম :৭০৪৪ তিরমিযি :৩৫৩১ ইবনে মাজাহ: ৩৮৩৫]

VI. নামাজের পরের ইস্তেগফার:

সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ থেকে সালাম ফিরাতেন,তখন সর্বপ্রথম তিনবার "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলতেন।অতঃপর বলতেন,

اللهم انت السلام ومنك السلام ،تباركت يا ذا الجلال والإكرام

হে আল্লাহ! আপনি তো একমাত্র শান্তিদাতা এবং সকল প্রকার শান্তি তো আপনার পক্ষ থেকেই আসে। আপনি তো এক বরকতময় সত্তা। হে মহিয়ান! হে গরিয়ান!

-[আহমাদ :২২৪৬১ মুসলিম :১৩৬২ তিরমিজি :৩০০]

VII. ইস্তিসক্কার নামাজে ইস্তিগফার:

আল্লাহ বলেন,

فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

নূহ আলাইহিস সাল্লাম বললেন :আমি একদা নিজ সম্প্রদায় কে বলেছি :তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। -[সূরা নূহ :১০ -১১]

উক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, ইস্তিগফারবৃষ্টি পাওয়ার জন্য একটি বিশেষ মাধ্যম। এজন্যই আজ থেকে বৃষ্টির জন্য ইস্তেগফারের বেশি আর কিছুই করতে বলা হয়নি। সাহাবায়ে কেরামদের মতামতও তাই।

VIII. জানাজার নামাজে ইস্তগফার:

আব্দুর রহমান বিন আউফ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম জনৈক সাহাবীর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন। তখন আমি নিম্নোক্ত দোয়াটি মুখস্ত করেছি,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وارْحَمْهُ، وَعافِهِ واعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بالماءِ والثَّلْجِ والْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دارًا خَيْرًا مِن دارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِن عَذابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذابِ النّار. ِ

হে আল্লাহ আপনি তাকে (মৃত) ক্ষমা করুন। দয়া করুন। আশঙ্কা মুক্ত রাখুন। তার গুনাহগুলো মাফ করে দিন। সম্মানজনক আপ্যায়ন করুন। জায়গাটুকু প্রশস্ত করে দিন। তাকে পানি বরফ ও শিলা বৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তাকে পাপ থেকে এমন ভাবে পরিষ্কার করুন যেমনিভাবে পরিষ্কার করেন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। তাকে এমন বাসস্থান দিন যা পূর্বের বাসস্থানের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন পরিবার দিন যা পূর্বের পরিবারের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন স্ত্রী দিন যা পূর্বে স্ত্রীর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। তাকে জান্নাত দিন এবং কবর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। -[মুসলিম :২২৭৬, ২২৭৮ নাসায়ী:১৯৮৩, ১৯৮৪]

ধর্মীয় যেকোন বক্তব্যের শুরুতে ইস্তিগফার:

উক্ত ইস্তিগফারসংবলিত খুতবার নাম 'খুতবাতুল হাজাহ'।যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা ও নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। আল্লাহর জন্য তাওহিদ ও তদীয় রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জন্য রিসালাতের সাক্ষ্য। খুতবাটি নিম্নরূপ:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আবার তার প্রশংসা করছি, তার নিকট সাহায্য কামনা ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা তার নিকট নিজ আত্মার অনিষ্ট এবং নিজ কর্মের কুফল থেকে আশ্রয় কামনা করছি। যাকে তিনি হিদায়েত দিয়ে থাকেন, তাকে আর কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া আমাদের সত্য কোন মাবুদ নেই। তার কোন

শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও একান্ত রাসূল।

-[মুসলিম :২০৪৫

তিরমিজি :১১০৫

নাসায়ী:৩২২৬

ইবনে মাজাহ :১৮৯২]

- **হজ্জের ক্ষেত্রে ইস্তিগফার:**

একজন হাদীর জন্য হজ্জ অবস্থায় সর্বদা বিশেষ করে মিনা, আরাফাত, মুজদালিফায় ইস্তিগফারকরা সুন্নত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

"যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করো। তোমরা তাকে এমন ভাবে স্মরণ করবেন যেভাবে স্মরণ করতে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। মূলতঃ তোমরা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।অতঃপর তোমরা সেই দিক দিয়ে ফিরবে যেদিক দিয়ে অন্যান্যরা ফিরে আসে। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। -[সূরা বাকারাহ :১৯৮ -১৯৯]

অন্যের জন্য ইস্তিগফার:

জীবিতের জন্য ইস্তিগফার:

একজন মুসলমানের উচিত, যেকোনো কারণে অকারনে মুসলমান ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। এমনকি যেকোন ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ কর। -[সূরা আল ইমরান :১৫৯]

একজন মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের নিকট খাবার খায়, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাকে মেজবানের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফারকরতে আদেশ করেন। আব্দুল্লাহ বিন বুসর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের মেহমান হলে আমরা তার নিকট কিছু খাবার ও ওয়াত্বাহ বা হাহস নামক একটি বিশেষ খাদ্য (যা খেজুর, ঘি ও পনির দিয়ে তৈরি) পেশ করলে তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। অতঃপর আমার পিতা তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, আমাদের জন্য একটু দোয়া করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ،واغفر لهم ،وارحمهم

হে আল্লাহ! তাদের রিজিকে বরকত দিন এবং তাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন।

-[মুসলিম :৩৮০৫ আবু দাউদ :৩৭৩১ তিরমিজি :৩৫৭৬]

মৃতের জন্য ইস্তিগফার:

I. কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার জন্য ইস্তিগফার:

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে জানালাম :আবু সালামা তো মৃত্যুবরণ করেছে।তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,

قولي :اللهم اغفر لي وله

তুমি বলো :হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন। -[মুসলিম :২১৬৮

আহমাদ :২৬৫৪০ তিরমিজি :৯৭৭ ইবনু মাজাহ:১৪৪৭]

II. মৃতের জন্য জানাজার নামাজে ইস্তিগফার:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একাদান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনের সাহাবীর জানাজার নামাজ পড়তে গিয়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়েছেন,

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ،اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام ،ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ،اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যকার জীবিত মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট বড়, পুরুষ মহিলা, সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যকার জীবিতদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের মধ্যকার মৃতদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যুদিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না। -[আহমাদ: ৮৭৯৫, ২২৬০৭ আবু দাউদ :৩২০১

তিরমিজি :৩২০৩]

III. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর ইস্তিগফার:

কোন মুসলমানকে দাফন করার পর তার জন্য সকলেই ইস্তিগফারকরা মুস্তাহাব।

উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে শেষ করতেন, তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন,

استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل

তোমরা নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য ইস্তিগফারকর এবং তার জন্য স্থিরতা কামনা করো। কারণ, এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে । -[আবু দাউদ :৩২২৩ বাযযার:৪৪৫]

IV. মৃত পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সম্মান বাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! কেন আমার সম্মান বেড়ে গেল? তখন তাকে এ বলে উত্তর দেয়া হবে,

ولدك استغفر لك

তোমার সন্তান তোমার জন্য ইস্তিগফারকরছে তাই।

-[বুখারী /আদাবুল মুফরাদ :৩৬]

কিছু বিশেষ সময়ের ইস্তেগফার:

1. বিজয়ের সময় ইস্তিগফার :

আল্লাহ বলেন,

إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا

যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় নেমে আসবে এবং মানুষদেরকে দেখবে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে, তখন তোমার রবের সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা ও ইস্তিগফারকর। নিশ্চয়ই তিনি সত্যিই তাওবা কবুলকারী। -[সূরা নাসর :১-৩]

2. দিনের শুরুতে ও শেষে ইস্তিগফার:

শাদ্দাত বিন আউস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

সাইয়েদুল ইস্তিগফারহচ্ছে বান্দা এভাবে বলবে যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্তিকার কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ঠ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া নেয়ামতের স্বীকৃতি ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই। কোন ব্যক্তি যদি ইয়াকিন তথা কঠিন বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দোয়াটি দিনের বেলায় পড়েই সে সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতি। তেমনি ভাবে কোন ব্যক্তি যদি ইয়াকিন তথা কঠিন বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দোয়াটি রাতের বেলায় পড়েই সে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সেও জান্নাতি।

(সাইয়েদুল ইস্তিগফার-

اللهم أنت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت

-[বুখারী :৬৩০৬ আবু দাউদ :৫০৭২ তিরমিজি :৩৩৯৩ ইবনে মাজাহ :৩৮৭২]

3. **ঘুমের সময় ইস্তিগফার:**

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যখন তোমাদের কেউ শুতে যাবে, তখন সে যেন বিসমিল্লাহ বলে তার নিম্নবসনের ভেতরের ভাগ দিয়ে তার বিছানা ঝেড়ে নেয়। কারণ সে জানে না, সে বিছানা ছেড়ে চলে যাবার পর তার বিছানায় কি বা কারা অবস্থান করেছে। আর শোয়ার সময় সে যেন ডানখাত হয়ে সয় এবং বলে,

سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فاغْفِرْ لَها، وإنْ أَرْسَلْتَها فاحْفَظْها بما تَحْفَظُ به عِبادَكَ الصّالِحِينَ

হে আল্লাহ! হে আমার রব! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং আপনার নামেই তা থেকে উঠবো। আপনি যদি আমার রূহকে আটকে রাখেন তথা আমি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। আর যদি আমার রূহকে ফেরত দিয়ে দেন, তাহলে আপনি তাকে হিফাজত করুন যেমনি ভাবে আপনি ইবাদত করে থাকেন আপনার নেক বান্দাদেরকে। -[মুসলিম :৭০৬৭]

4. **রাতের শেষ সময়ে ইস্তিগফার:**

আল্লাহ তার মুত্তাকী বান্দাদের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون

তারা রাতে কম ঘুমায় এবং শেষ রাতে ইস্তিগফারকরে। -[সূরা আয-যারিয়াত :১৭-১৮]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له؟

আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে এসে বলতে থাকেন :তোমরা কে আছো আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সারা দিব। তোমরা কে আছো আমার কাছে কিছু চাইবে,আমি তাকে তা দান করব। তোমরা কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

-[বুখারী :১১৪৫ মুসলিম :৭৫৮ আবু দাউদ :১৩১৫ ইবনে মাজাহ :১৩৬৬]

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে একদা তাহাজ্জুদের পর বিশেষ করে শেষ রাতের দিকে অন্তত ৭০ বার ইস্তিগফারকরতে আদেশ করা হতো। -[ইবনু কাসির /তাফসীর-১ /৩৫৩]

5. **যেকোনো মজলিসের শেষে ইস্তিগফার:**

শরীয়তে যে কোন মজলিসের শেষে ইস্তিগফারএর বিধান রাখা হয়েছে, যেন মজলিসে সংঘটিত সকল গুনাহ বা অপরাধের জন্য তা কাফফারা হয়ে যায়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

- من جلسَ في مجلسٍ فكثُرَ فيه لغَطُهُ فقال قبل أن يقومَ من مجلسهِ:: سبحانكَ اللهمّ وبحمدكَ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفركَ وأتوبُ إليك، إلا غُفِرَ لهُ ما كانَ في مَجْلِسهِ ذلك

কেউ কোন মজলিসে বসে অযথা বেশি কথা বলে ফেললে যদি সে উক্ত মজলিস থেকে দাঁড়ানোর পূর্বে বলে :হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,আপনি ছাড়া আর সত্য কোন মাবুদ নেই। উপরন্তু আমি আপনার নিকট একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করছি। তাহলে উক্ত মজলিসে তার পক্ষ থেকে অযথা যা কিছু হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। -[আহমাদ :১০৪২০ তিরমিজি :৩৪৩৩]

6. **শেষ বয়সে ইস্তিগফার:**

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা হুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উনাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক সাহাবীগণের সঙ্গে বসেন। তখন তাদের কেউ কেউ তা ভালো চোখে দেখেননি। তারা বললেন এ কেন আমাদের সঙ্গে বসবে ; অথচ সে আমাদের ছেলের বয়সের! ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এটা তো তোমাদের একান্ত নিজস্ব ধারনা। তোমরা অচিরেই জানবে আমি কেন তাকে তোমাদের সাথে বসাচ্ছি। অতঃপর তিনি আমাকে ডেকে তাদের সাথে বসালেন। পরিশেষে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমার অবস্থান দেখানোর জন্য সেদিন আমাকে ডেকেছিলেন। তিনি তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সূরা নাসর সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? উত্তরে তাদের কেউ কেউ বললেন, উক্ত সুরায় আমাদেরকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, যখন আমরা ইসলামের বিজয় দেখতে পাবো, তখন যেন আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর নিকট ইস্তিগফারকরি। আর কেউ কেউ চুপ থাকলেন,কিছুই বলেননি। অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কি উক্ত সূরা সম্পর্কে এমনই ধারণা করো?আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম, উক্ত সুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের বিজয় রাতুল্লা সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আলামত বহন করে। তখন আমার রাজিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন আমিও তাই ধারণা করছি। -[বুখারী:৪২৯৪

তিরমিজি :৩২৮৫]

আয়েশা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে আমার বুকে ঠেস লাগিয়ে বললেন যা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম। তিনি বলেন,

اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা ও দয়া করুন এবং আমাকে উপরের বন্ধুদের (ফেরেশতাদের) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন। -[বুখারী :৫৬৭৪ নাসায়ী:১০৯৩৪

তিরমিজি :৩৪৯৬]

দুনিয়ার কেউই তার মৃত্যুর সময় টি সঠিকভাবে জানে না। কারণ, এটি একমাত্র আল্লাহর একটি বিশেষ জ্ঞান। তবে, আল্লাহ মানুষের মাঝে এমন কিছু আলামত দিয়েছেন যার থেকে বোঝা যায়, তার মৃত্যু নিকটবর্তী, তাই দ্রুত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আলামতগুলো হলো:

I. যে কারো বয়স ৬০/৭০ বছরে উপনীত হওয়া:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন,

أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك

আমার উম্মতের গড় বয়স হবে ৬০-৭০ বছর । তবে তাদের মধ্যকার খুব কম সখ্যক মানুষই এ বয়সে অতিক্রম করবে। -[তিরমিজি :৩৫৬ ইবনু মাজাহ :৪২৩৬]

II. **মাথার চুল পেকে যাওয়া :**

আল্লাহ বলেন,

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير

আমি কি তোমাদেরকে এতোটুকু বয়স দেইনি যে, তাতে কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তা করতে পারতো। উপরন্তু, তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল। -[সূরা ফাত্বির :৩৭]

সালফে সালেহীনদের অনেকেই উক্ত আয়াতে সতর্ককারী বলতে চুল পেকে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন।

III. **কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া**

IV. **হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া**

এ সকল অবস্থায় বেশি বেশি ইস্তিগফারও যিকর করা আবশ্যক।

গুনাহের পর ইস্তিগফার:

আল্লাহ বলেন,

واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما

আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আল্লাহ বলেন :হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি এত বেশি হয় যে, তা আকাশের মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তারপরও তুমি যদি আমার নিকট সেজন্য ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমার সকল গুনাহই ক্ষমা করে দিব। আমি এ ব্যাপারে কাউকেই পরোয়া করবো না। -[তিরমিজি :৩৫৪০]

আল্লাহ তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সেজদা অবস্থায় এ দোয়াটি পড়তেন,

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلى نيته هو سره

হে আল্লাহ! আপনি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করুন। ছোট বড় শুরুর শেষের,প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবগুলোই।

-[মুসলিম :১১১২

আবু দাউদ :৮৭৮]

- **ইস্তেগফারের প্রয়োজনীয়তা :**

1. **ইস্তিগফারএর মাধ্যমে সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় :**

কাঠের টুকরা কে আগুন যেমন জ্বালিয়ে দেয় তেমনি ইস্তিগফার গুনাহ সমূহকে জ্বালিয়ে দেয় । এখানে ইস্তিগফার বলতে তাওবা সম্বলিত ইস্তিগফারকে বোঝানো হয়েছে। তখনই সকল গুনাহ ক্ষমা পাবার আশা করা যায়।

আল্লাহ বলেন,

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما

যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে কিংবা নিজের উপর কোন ধরনের জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়,সে অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পাবে।

-[সূরা নিসা :১১০]

2. **ইস্তিগফারএর মাধ্যমে ব্যাপক ও বিশেষ উভয়প্রকার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া :**

আবু মুসা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

একদা আমাদের জন্য আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দুটি মাধ্যম ছিল। যার একটি চলে গেছে। তিনি ছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর দ্বিতীয়টি আমাদের নিকট উপস্থিত রয়েছে। যা চলে গেলে আমরা একদা নিশ্চয়ই ধ্বংস হব।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (র) বলেন, উক্ত আয়াতের দুটো দিক নিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে। তার একটি হচ্ছে আজাব প্রতিহতাকারী ইস্তেগফার। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইস্তেগফারের দরুণ প্রতিহত আজাব।

3. **ইস্তেগফারের শাস্তি প্রতিহতকারী :**

আল্লাহর শাস্তি আসে গুনাহের কারণে। আর গুনাহগুলো ক্ষমা করা হয় ইস্তেগফারের মাধ্যমে। তাই যখন ইস্তিগফার করা হয়, তখন শাস্তি ও সকল বিপদ এমনিতেই উঠে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير

তোমাদের ওপর যেকোনো বিপদ আপদে অবতীর্ণ হোক না কেন তা বস্তুত তোমাদেরই কর্মফল। অথচ আল্লাহ তোমাদের অনেক অপরাধী ক্ষমা করে দেন। -[সূরা শুরা:৩০]

4. **ইস্তেগফারের দরুন প্রতিহত শাস্তি :**

I. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সফর করাকে এক ধরনের শাস্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেন,

সফর এক ধরনের শাস্তি স্বরূপ। কারণ সফর কাউকে সময় মত খাদ্য, পানি ও ঘুম থেকে বঞ্চিত করে। তাই তোমাদের একান্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তোমরা অতি তাড়াতাড়ি নিজ পরিবারের নিকট ফিরে এসো। -[বুখারী ১৮০৪, ৩০০১,৫৪২১ মুসলিম ১৯২৭, ৫০৭০

ইবনে মাজাহ ২৮৮২]

II. দলে দলে বিভক্ত হয় এবং একদল কর্তৃক অন্য দলকে সংঘাত ও সংঘর্ষ ও হিংসা হানাহানি আস্বাদন করানোর ব্যাপারটি তুলনামূলক সহজ। কারণ এ জাতীয় শাস্তি ইস্তেগফারের দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব।

III. ফিতনাও ইস্তিগফারও নেক আমলের দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব।

IV. যখন মানুষ জিহাদ ছেড়ে দেয়, তখন আল্লাহ তাদের মাঝে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করে দেন। যখন জিহাদ করে তখন আল্লাহ তাদের মাঝে ভালোবাসার সৃষ্টি করেন। আল্লাহ বলেন,

ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون

পরকালের বড় সাতক্ষীরা আগেই আমি অবশ্যই তাদের কে দুনিয়ায় লোঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো, যেন তারা (অনুশোচনা করে কৃত অপরাধ থেকে) ফিরে আসে।

-[সূরা সাজদাহ:২১]

5. ইস্তেগফারকারীকে আল্লাহ একটি সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সুযোগ দেন :

আল্লাহ বলেন,

وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله

আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তার নিকট অনুশোচনার সাথে ফিরে যাও। যার ফলে তিনি তোমাদেরকে একটি সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শোক সম্ভোগের সুযোগ দিবেন এবং প্রত্যেক অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন। -[সূরা হুদ :৩]

6. ইস্তেগফারের দ্বারা আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আসে:

নূহ আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায় কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا

তোমরা নিসপন নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে। তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করবেন উদ্যান সমূহ এবং প্রবাহিত করবেন। -[সূরা নুহ:১০-১২]

7. ইস্তিগফারের দ্বারা ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রচুর সমৃদ্ধি:

একদা হাসান বসরি (রহ) কে বলা হলো, এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে আমাদের করণীয় কি?তিনি বললেন, ইস্তিগফার কর। আরেকজন বলল, আমি দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তাই এখন আমার করণীয় কি? তিনি বললেন ইস্তিগফারকর। আরেক জন বলল, অনাবৃষ্টির কারণে আমার বাগানটি শুকিয়ে গেছে। এখন আমার করণীয় কি? তিনি বললেন, ইস্তিগফারকর। আরেকজন বলল, আমার কোন সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি বললেন, ইস্তিগফারকরো। অতঃপর তিনি দলিল হিসেবে পূর্বের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

8. ইস্তেগফারের দ্বারা শরীর ও মনের শক্তি বৃদ্ধি:

আল্লাহ হুদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন, তিনি নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ,

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা(নিজেদের পাপের জন্য) নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও এবং তওবা করো। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি বাড়িয়ে দিবেন। এরপর আবারও তোমরা অপরাধী হয়ে যেও না। -[সূরা হুদ (১১):৫২]

9. ইস্তেগফারকারীর জন্য যেকোনো নেকির কাজ সহজ ও গুনাহের কাজ কঠিন হয়ে যায় :

যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তিগফারকরে তার জন্য অন্যান্য ইবাদত ও জিকর সহজ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নিজ গুণাহের কথা স্মরণ করে ইস্তিগফারকরে, নেক আমলের প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

10. ইস্তিগফারের দ্বারা শয়তান দুর্বল হয় ফলে সে আর দীর্ঘক্ষন কুমন্ত্রণা দেয়ার শক্তি পায়না:

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان أحدكم لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره

তোমাদের কেউ কেউ শয়তানকে এমনভাবে দুর্বল করে দেয় যেমন সে তার উটকে দুর্বল করে দেয়। -[আহমেদ :৮৯২৭]

এ দুর্বল করাটা সম্ভব হয় ইস্তেগফারের দ্বারা।

11. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়:

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

হে আমার মহিলা সাহাবীরা! তোমরা সাদকা ও বেশি বেশি ইস্তিগফারকরো। কারণ আমি তোমাদের অধিকাংশকেই জাহান্নামী দেখতে পেয়েছি। -[ইবনে মাজাহ :৪০০৩]

12. যারা সর্বদাই ইস্তিগফার করে তাদের গুনাহ সবার চাইতে কম :

আব্দুল্লাহ বিন বুসর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

সে ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করছে সত্যিই চমৎকার একটি সুসংবাদ যে কেয়ামতের দিন নিজ আমলনামায় খুব বেশি ইস্তিগফারদেখতে পেয়েছে। -[ইবনু মাজাহ :৩৮১৮]

বকর বিন আব্দুল্লাহ (রহ) বলেন,

মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি গুনাহগার সে ব্যক্তি যে খুব কমই ইস্তিগফার করে। আর তাদের মধ্যে যিনি সব চাইতে বেশি ইস্তিগফার করেন, তিনিই সবচাইতে কম গুনাহগার।

13. ইস্তেগফারকারি একান্তভাবেই ভয় ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়:

আল্লামা ইবনু রজব (রহ) বলেন,

গত আমলের উপর নিজের হিসাব নেয়া, সেজন্য আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া, উপরন্ত তার নিকট তাওবা ও দুঃখবোধ করা এবং সে জন্য নিজেকে ঘৃণা করা ও আল্লাহর ভয়ে কান্না করা আখিরাত, পরকাল ও তাতে থাকা কঠিন শাস্তি, ও অকল্পনীয় পুনরুত্থান নিয়ে সর্বদা চিন্তা করা অন্তরের ঈমান বাড়িয়ে দেয়।

14. ইস্তেগফারকারীর অন্তর গুনাহের কু-প্রভাব থেকে রক্ষা পায় :

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

নিশ্চয়ই বান্দা যখন কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। আর যখন সে গুনা ছেড়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করে, তখন তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়।

-[আহমাদ: ৭৮৯২ তিরমিজি :৩৩৩৪ ইবনে মাজাহ: ৪২৪৪]

আল্লাহ আমাদের ইস্তেগফারের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইস্তিগফারকরার তৌফিক দেন, আমিন।

তাওবা ও ইস্তেগফারের পার্থক্য :

বান্দার ক্ষেত্রে তাওবা অর্থ সে তার ভুলের কারণে অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে ফিরে আসে। আল্লাহর ক্ষেত্রে তাওবা হলো আল্লাহ তাওবার কাজটি সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেছেন।

1. তাওবার শাব্দিক অর্থ অনুতপ্ত হওয়া, ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা।

   ইস্তেগফারের শাব্দিক অর্থ ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

2. গুনা করার লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে অনুরোধ সহকারে মাফ চাওয়া উক্ত গুনাহের কাজ বর্জন ও তা পুনরায় না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করাকে তাওবা বলে।

   অপরদিকে, ইস্তিগফারহলো আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ করার দোয়া করা। দুনিয়াতে গুনাহ ও অপকর্ম কোনো প্রকাশ না করার দরখাস্ত করা। আর আখিরাতে এসব বিষয়ে হিসাব না নেয়ার দোয়া করা।

3. এটা স্পষ্ট যে, তাওবার ভিতরেই ইস্তিগফারবিদ্যমান। ইস্তিগফারবা ক্ষমা প্রার্থনা, তাওবা বা ফিরে আসার একটি অংশ। তাওবার ভিতরে মাফ চাওয়া ছাড়া অন্তরের অনুশোচনা ও পাপ পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার অতিরিক্ত।
4. তাওবার ভিতরে নিম্নে লিখিত বিষয়ের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। নতুন বা তওবা সম্পূর্ণ হয় না।

   i. পাপের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া, অনুশোচনা করা
   ii. পাঠ পরিত্যাগ করা বা গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়া
   iii. ভবিষ্যতে আর কখনো পাপ না করার আন্তরিক সিদ্ধান্ত আল্লাহর নিকট প্রতিজ্ঞা করা
   iv. আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা
   v. মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া।

   সুতরাং, তাওবার ভিতরে অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ, তিনটি কালই সম্পর্কিত।

   যদি কোন ব্যক্তি তার কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত না হয় তা পরিত্যাগের ইচ্ছা না করে, তাহলে তার মৌখিক তাওবা উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়। মৌখিক তাওবা প্রকৃত

তাওবা নয়। তা আবার শর্ত পূরণ ছাড়া শুধু ইস্তিগফারচাওয়াতে পরিপূর্ণ তাওবা হয় না।

5. তাওবা ও ইস্তিগফার শব্দদ্বয়ের প্রতিটি একাকি ব্যবহৃত হলে একটি অপরটি বোঝায়। তবে উভয়টি একত্রে ব্যবহৃত হলে, এর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন ইস্তিগফার শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজের পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনার অর্থে। আর তাওবা শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজ সকল অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহর করলেনময় বিধানের দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনার অর্থে।
6. বিশেষভাবে বলতে গেলে ইস্তিগফার মূলত মুসলিমদের জন্য। তাওবা এটা অমুসলিম ও মুসলিমদের উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। যেমন: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হয় তখন তার তাওবা করা, যদি কেউ শিরক করে ফেলে কুফরিতে নিয়োজিত হয় এমন ব্যক্তির তাওবা, মুসলিমদের কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তাওবা ইত্যাদি।
7. ইস্তিগফার কাজ করবে তখন যখন তাওবা করে ইসলামের মধ্যে এসে ঈমানের মাঝে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

তাওবা সব অবস্থায় কাজ করবে। তাওবার সুযোগ ২৪ ঘন্টায়ই।

তাওবা ও ইস্তিগফার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত একজন বান্দা সর্বদা তার প্রভুর একান্ত মুখাপেক্ষী। চাই তা নিজ অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেই হোক অথবা বিশেষ গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে। তাই মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর একান্ত মুখাপেক্ষী। নবী রাসূলগণ আল্লাহ তালাকে বেশি চিনেন বলে তারা আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভয় করেন এবং তার নিকট বেশি বেশি ইস্তিগফার করেন। আর এদের পরেই সত্যি কারের আলিম সম্প্রদায় দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত। কারণ, যারা আল্লাহকে যত বেশি চিনেন তারা আল্লাহকে তত বেশি ভয় করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

انما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز الغفور

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা ইতাকে সত্যিকার অর্থে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। -[সূরা ফাত্বির :২৮]

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, সত্যিকার আলিমগণ সর্বদা আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এভাবে তারা অন্যদেরকেও সর্বদা ইস্তিগফার করতে উৎসাহিত করেন কারণ এতে রয়েছে রক্ষা ও নিরাপত্তা গুনাহ মাফ ও সকল কাজে সহায়তা।

মূলত গুনাহ করলেই যে শুধু ইস্তিগফার করতে হয় তা নয়। বরং আল্লাহর মুহূর্ত ও তার অধিকার অনুযায়ী যে তার যথার্থ ইবাদত করা সম্ভব হচ্ছে না এ ঘাটতি পূরনের জন্যও তাওবা ও ইস্তিগফার হয়ে থাকে।

মূলত মুমিনগণ দুইটি জিনিস থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন। তার একটি হচ্ছে যুনুব তথা আল্লাহর আনুগত্যে ত্রুটি। আর অপরটি হচ্ছে বাড়াবাড়ি তথা গুনাহ ও পাপরাজি।

তাওবা ও ইস্তিগফার শুধু গুনাহগারদের জন্য নয়। তাওবা ওস্তাগার মুমিনের জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয়। জীবনের শুরু, মাঝে অবশেষে তথা সর্বক্ষেত্রে নেক আমল সম্পাদনে তার কোন না কোন ত্রুটি থাকতেই পারে। গুনাহ ও পাপরাজি থাকতেই পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নেক আমলের পরও ইস্তিগফারও তাওবা প্রয়োজন।

পূর্বের জামানার বহু জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাওবা ও ইস্তিগফার না করার কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমরা নিজেরাও আজ অনেক বড় বড় পাপে লিপ্ত। আল্লাহর কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া পাপ মোচনকারী কেউ আছেন? তিনি বড় দয়াময়, ক্ষমা দাতা। আমাদের পাপের ভার এত বেশি যে ভয় হয় কিভাবে হিসাব দিব। আর আল্লাহর কাছে এজন্য বেশি বেশি তাওবা ইস্তিগফার করবো ইনশাআল্লাহ। শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে বেশি বেশি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাবো। বিনা হিসাবে যেন আল্লাহ আমাদের জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন। আমাদের আল্লাহ বেশি বেশি ইস্তিগফার ও তাওবা করার তৌফিক দিন। বেশি বেশি নেক আমল ও দ্বীনের পথে অটল থাকার তৌফিক দিন। আমিন।

রেফারেন্স —

[খাঁটি তাওবা -ড.শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আরিফি]

[তাওবা (ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা) -

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ:

অনুবাদ :মাওলানা ফখরুল ইসলাম]

[এসো তওবা করি-মাওলানা তারিক জামিল]

[রাহে বেলায়েত -ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহি)]

[তাওবা ও ইস্তেগফারের হাকিকত- হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ তাকি ওসমানী]

[কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে ইস্তেগফার-শায়েখ মুস্তাফিজুর রহমান বিন হাকিম আব্দুল আজিজ মাদানী]

-[মাসিক আল কাউসার] -[হাদিস বিডি.কম]

جزاكم الله خير